NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বারবার কোর্টের রায় অবমাননা: গণতন্ত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা!

ঝাড়গ্রামে ভোটপ্রচারে তৃণমূল ও বিজেপিকে টেক্কা দিল বামপ্রার্থী ৫

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.4.2024, Vol.17, Issue No. 317, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

৪১ কেন্দ্রের দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হাইভোল্টেজ আসন নিঃসন্দেহে ডায়মন্ড হারবার। এখান থেকে তৃতীয়বারের জন্য ঘাসফুলের প্রার্থী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৪২টি কেন্দ্রেই ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন। তবে রবিবার নিজের কেন্দ্র থেকে শুরু করলেন ভোটপ্রচার। আর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়ার জনসভা থেকে বড় কথা বললেন বিদায়ী সাংসদ। তাঁর কথায়, 'ডায়মন্ড হারবার আপনারা দেখুন, বাকি ৪১ কেন্দ্রের দায়িত্ব আমার।'

চাকরি বাতিল মামলায় আজ সুপ্রিম শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল মামলা নিয়ে আজ শুনানি হচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে হবে মামলার শুনানি। বেলা বারোটা থেকে শুনানি শুরুর কথা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, যে ওই শুনানির দিকেই হা-পিত্যেশ নয়নে তাকিয়ে চাকরি হারা শিক্ষক থেকে শুরু করে তাদের পরিবারের সদস্যরা। গত সোমবারই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় রায় দিতে গিয়ে ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির রায়ে একসঙ্গে চাকরি হারান ২৫,৭৫৩ জন। তার মধ্যে যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয়। ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ায় শুধুমাত্র চাকরি বেঁচে গিয়েছে বীরভূমের সোমা দাসের। প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বদান্যতায় যিনি চাকরি পেয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের ওই রায় নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। হাইকোর্টের এই রায়ের খবর প্রকাশ্যে আসতে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে চাকরিহারাদের মধ্যে। তাঁদেরও প্রশ্ন, কয়েক জনের দুর্নীতির জন্য সকলের চাকরি কেন বাতিল করা হবে? বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরাও। রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়ে দেন, চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকছে রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে যাবে রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক প্রবীণ আইনজীবীও ওই রায় নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অরুণাভ ঘোষের মতো আইনজীবীরা জানিয়ে দেন, কলকাতা হাইকোর্টের রায় শীর্ষ আদালতে ধোঁপে টিকবে না। গত বুধবারই এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের তরফে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এপ্রিল মাসের বেতন পাবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের বেতন দেওয়া হবে।

অধীরের গড়ে মমতাকে সরাসরি আক্রমণে নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় তাঁর প্রথম নির্বাচনী জনসভা থেকে কংগ্রেস,তৃণমূলকে একই আসনে বসিয়ে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। রবিবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে রাজ্য থেকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেন তিনি। পরিশেষে, বক্তৃতা শেষ করেন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে। ইদানীং বিজেপির 'জয় শ্রীরামে'র পাল্টা হিসাবে যে স্লোগান দিতে অভ্যস্ত তৃণমূল!

রবিবার, বহরমপুর লোকসভার বড়ঞা বিপ্রশেখর অঞ্চলের জালিবাগান মাঠে নাড্ডা ২৩ মিনিট ভাষণ দেন। দুর্নীতি থেকে সন্দেশখালি, কেন্দ্রের প্রকল্পে বাধা থেকে কাটমানি; যাবতীয় প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারের দিকে একের পর এক আক্রমণ শানান তিনি। বস্তুত, ২৩ মিনিটের ভাষণের সিংহভাগটাই বিজেপি সভাপতি বিঁধলেন তৃণমূলকে। খানিক আক্রমণ করলেন কংগ্রেসকেও। প্রসঙ্গত, একই দিনে ন জগন্নাথ সরকারের হয়ে দ্বিতীয় সভা করেন নদিয়ার বগুলা আইটিআই কলেজ মাঠে।

এদিন সন্দেশখালির ঘটনাকে সামনে রেখে সুর চড়ান নাড্ডা। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে বাংলায় এখন বোমা,বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শাহজাহানকে আড়াল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেখানে যে ভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলা হয়েছে, তা নিন্দনীয়।' সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে

আঙুল তুলে নাড্ডা বলেন, 'বাংলাকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন দিদি?' এর পর নাড্ডা চলে আসেন সিএএ প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীরা মমতাদিদির কে হন? কেন আপনি এদের প্রতি এত সদয়? এই তোষণের রাজনীতিরই আমরা বিরোধিতা করি।' এর পরেই নাড্ডার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয় কংগ্রেস। বিজেপি সভাপতির অভিযোগ, দলিত, আদিবাসী, ওবিসির জন্য যে সংরক্ষণ, তা বন্ধ করে ধর্মের নামে সংরক্ষণ চালু করে মুসলিম তোষণের রাজনীতি করছে কংগ্রেস। এই কারণে কংগ্রেসকে 'ঘরে বসিয়ে দেওয়ার' ডাক দেন তিনি। নাড্ডা প্রকাশ্য জনসভা থেকে এ কথা বললেও কোথায় তিনি এই তথ্য পেলেন, তা জানাননি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, ক্ষমতায় বিজেপি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস কী করে সংরক্ষণের আইন বদলে ফেলতে পারে? ভোটের বাংলায় প্রথম নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়ে নাড্ডা যে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাবেন, তা নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু চমক এল নাড্ডার বক্তৃতার একেবারে শেষ লগ্নে। যখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি 'জয় বাংলা' বলে নেমে গেলেন মঞ্চ থেকে!

চাকরি বাতিল ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণে মমতা

কৌশিক দে ● মালদহ

মালদহের দুটি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে চাকরি বাতিল ইস্যু নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। উত্তর এবং দক্ষিণ মালদার নির্বাচনী মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'মোদি যুবকদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। তাই ২৬ হাজার চাকরি হারাদের পাশে আমরা আছি। আগামীতে আইনের সাহায্য নিচ্ছি।'

রবিবার দুপুরে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর বিধানসভার কৃষক বাজার মাঠে। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ ওই এলাকার নির্বাচনী মঞ্চে উঠেই দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আসন ভাগাভাগি করেছে। ওরা ভোট কাটাকাটির খেলায় মেতেছে। ভোট কাটাকাটি করে বিজেপিকে জেতাবেন না। তাহলেই আগামীতে গায়ের জোরে বিজেপি এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। আমরা এরাজ্যে এনআরসি হতে দিব না। মালদার গঙ্গা ভাঙনে কোনও কাজ করেনি কেন্দ্র। অথচ আমরা মুর্শিদাবাদ ও মালদহের গঙ্গা ভাঙন এলাকায় প্রতিরোধের কাজ করেছি। আপনারা তৃণমূলকে ভোট দিন, তাহলে দেখবেন এই নির্বাচনেই মোদিবাবুর গদি উল্টে গিয়েছে।'

এদিন সুজাপুরের নির্বাচনী সভায় দলীয় প্রার্থীকে সামনে রেখে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা মুর্শিদাবাদের মানুষ ঢেলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। ফলে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারেনি। মালদায় এতদিনেও তৃণমূল একটাও লোকসভার আসন পাইনি। এখানে কংগ্রেস, সিপিএম আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আর ওরাই বিজেপিকে মদত যোগাচ্ছে। আপনারা ভোট কাটাকাটি হতে দেবেন না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আমি 'ইন্ডিয়া' জোট নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু এরাজ্যে কংগ্রেস সিপিএমকে নিয়েই বিজেপিকে সাহায্য করছে। তাই এই বাংলায় কোনও জোট নেই, তৃণমূল একাই লড়ছে। বলে রাখি আগামী দিনে তৃণমূলই ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিবে। দিল্লিতে এবার আমাদের সরকার আসবে।'

তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জি এদিনের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'সাংসদ মহুয়া মিত্র বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলেই ওকে পার্লামেন্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। মোদিবাবু বুঝতে পেরেছেন ইন্ডিয়া জোটের তাদের কি লোকসান হতে পারে। তাই এখন ওরা কংগ্রেস ও সিপিএমকে নিয়ে ভোট কাটাকাটির রাজনীতির কৌশল করছে। বাংলা কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে না। প্রায় ২৬ হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি খেয়ে নেওয়ার পিছনেও মোদিজির হাত রয়েছে। আমরা মানুষের চাকরি খেতে দিব না। এর বিরুদ্ধে দেশের উচ্চ আদালতের মাধ্যমে আইনের দ্বারস্থ হব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, বিজেপি দেশ এবং সংবিধান বিক্রি করে দিবে। তাই কোনওভাবেই ওদের ভোট দেবেন না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু বিজেপির বিজ্ঞাপনে রাজনীতি করছে। কোনো উন্নয়ন করতে পারছে না। দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি হচ্ছে অথচ মালদহে এসে কিছুদিন আগেই মোদিবাবু অনেক বড় বড় ভাষণ দিয়ে গেলেন। উনি বলেছেন, বিনা পয়সায় নাকি রেশন দিচ্ছেন। রেশন দিচ্ছে রাজ্য সরকার, এক পয়সাও কেন্দ্র দেয় না। এই নির্বাচনটা হচ্ছে দিল্লিতে মোদিবাবুর গদি উল্টানো নির্বাচন।

তৃণমূল সুপ্রিম আরো বলেন, বিজেপির দুটো চোখ। একটি কংগ্রেস অপরটি সিপিএম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আদিবাসী তপসিলি জাতি ও উপজাতির সমস্ত অস্তিত্ব ওরা অভিন্ন দেওয়ানী একটা আইনে উঠিয়ে দিতে চাইছে। হিন্দু ধর্ম কেউ বদনাম করছে বিজেপি। এরই বিরুদ্ধে লড়াই করছে তৃণমূল। বাম আমলে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য মাত্র ৪০০ কোটি টাকা খরচ হতো। আজকে সেই খরচের পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬০০টি হোস্টেল আমরা তৈরি করেছি। যারা পার্লামেন্টে মালদহের সমস্যা নিয়ে মুখ খোলেনা তাদের ভোট দেবেন কেন। তাই এবারে আর বিজেপি কংগ্রেসকে একটিও ভোট নয়, তৃণমূলকে জয়ী করুন। তাহলেই দেখবেন ইন্ডিয়া জোটের মাধ্যমেই দিল্লি দখল করবো আমরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, মালদহের আমকে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার ক্ষেত্রেই তৃণমূল সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। কেন্দ্র কোনওরকম সহযোগিতা করেনি। এদিন নির্বাচনী মঞ্চ থেকে আরো একবার মালদায় দুটি লোকসভা আসন পাওয়ার ক্ষেত্রেও তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকার নির্বাচনী সভা শেষ করে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে হবিবপুরেও নির্বাচনী সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

ক্ষমা চাইলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিনের নির্বাচনী সভায় সুজাপুরের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, গত বিধানসভায় আব্দুল গনি সাহেব এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল। তিনি কলকাতায় থাকেন। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার কারণে সুজাপুরের সময় দেওয়া তার পক্ষে অনেকটাই সম্ভব হয়নি। তাই এবার থেকে সুজাপুরের সমস্ত সমস্যা এবং সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী তদারকি করবেন বলেও নির্বাচনী মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন।

তৃণমূলের ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে বাগুইআটিতে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে শনিবার মধ্যরাত থেকে রণক্ষেত্র বাগুইআটি, এমনটাই স্থানীয় সূত্রে খবর। একইসঙ্গে এও জানা যায়, এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন করেছে অপর গোষ্ঠী। দফায়-দফায় গণ্ডগোল, অশান্তির জেরে নামানো হয় র‍্যাফ। আর এই অশান্তির ঘটনায় আটক করা হয় ১৩ জনকে। তবে বিধাননগর পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার রাতে এই সংঘর্ষে জড়িয়েছিল আদতে দুই দুল দুষ্কৃতী।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে বাগুইআটি অর্জুনপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এদিন ঝামেলা বাধে। এই ঝামেলার রেশ ধরে ফের অপরগোষ্ঠীর লোকজন এসে হামলা চালান সঞ্জীববাবুর উপর। এরপর রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় তাঁকে। রড লাঠি, ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় এলাকাবাসী তাঁকে স্থানীয় আরজিকর হাসপাতালে

আটক ১৩

নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাগুইআটির পশ্চিমপাড়া। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল বাধে। রাত ১২টা নাগাদ পুলিশ এসে ঘটনা সামাল দিলেও ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিলই। এরপরই এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ফের শুরু হয় সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের সময়ই আক্রমণ করা হয় সঞ্জীব দাসের ওপর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে টেনে নিয়ে এসে রাস্তায় ফেলে রড, লাঠি, ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এই আঘাতেই মৃত্যু সঞ্জীববাবুর। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। এরপরই অবস্থা সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বসানো হয় পুলিশ পিকেট।

এই ঘটনায় মৃত সঞ্জীববাবুর মেয়ে জানান, 'এর আগে অনেকবার আমার বাবার উপর আক্রমণ করা হয়েছে। একাধিকবার কেস করা হয়েছে। দেবরাজ চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলাম। তবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। কেউ সাহায্যও করেনি। এরপর শনিবারের ঘটনায় পুলিশ যখন এসেছে ততক্ষণে সব শেষ। পুলিশ অভিযুক্তদের তুলে নিয়ে আসুক। ওদের কঠোর শাস্তি চাই।' এই ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তী জানান, 'পুলিশ তদন্ত করছে। পরিবারকে আমি চিনি অনেক বছর ধরে। এটা গোষ্ঠী সংঘর্ষ নাকি অন্য কিছু সেটা তদন্তে বোঝা যাবে। পুলিশ তদন্ত শেষ করুক।'

এরপরই বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে জানানো হয়, বাগুইআটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনা দুই দুষ্কৃতী দলের লড়াইয়ের জের বলেই জানানো হয়। বিধাননগর ডিসি, ঐশ্বর্য সাগর জানান, মদ খেয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে দাবি ডিসির। মৃত সঞ্জীবের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বুধবার পর্যন্ত লাল সতর্কতা জারি করল হাওয়া অফিস

রবিবার অদিতি সাহার লেন্স বন্দী ময়দানের এক খণ্ডচিত্র।

নিজস্ব প্রতিবেদন: এপ্রিলের তাপে দগ্ধ হচ্ছে বাংলা। সামনে মে মাস। রবিবারেই আগামী আরও এক সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে জানাল হাওয়া অফিস। তাতে দেখা যাচ্ছে, রবিবারই রাজ্যের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাতে তাপমাত্রার পারদের বড় একটা হেরফের হচ্ছে না। রবিবার যে পাঁচটি জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলি হল পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া। এই পাঁচ জেলাতেই গত এক সপ্তাহ ধরে কোথাও তাপপ্রবাহ, কোথাও বা তীব্র তাপপ্রবাহ চলেছে। রবিবারের আগাম সতর্কতা বলছে এই পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং হালকা ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে রবিবার।

তবে বৃষ্টি হলেও এই জেলাগুলি বা তার সংলগ্ন অন্য জেলায় তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির বদলাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছে, দুই মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা রয়েছে। অন্য দিকে, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে অন্যান্য দিনের মতো লাল সতর্কতা না থাক তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে সেখানেও। রবি থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বদলানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ৬টি জেলায় থাকছে লাল সতর্কতা।

বুধবার মে মাসের পয়লা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ চললেও লাল সতর্কতা নেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহেও গরমের এই পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না। তবে আশার কথা এই যে, মে মাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়নি আলিপুরের পূর্বাভাসে।

তপসিলি ভোট বদলে দিতে পারে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ছবি

শুভাশিস বিশ্বাস

'চাচা' জ্ঞানসিং সোহম পালের গড় ছিল মেদিনীপুর। ১৯৫২ সাল থেকে মেদিনীপুর লোকসভা ছিল কংগ্রেসের হাতে। এরপর ১৯৭৭ -এ জনতা পার্টির হাত ঘুরে ১৯৮০-তে যায় বামেদের দখলে। এই মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রেরই সাংসদ ছিলেন সিপিআইয়ের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও। এখন এসব অতীত। এখানকার বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জুন মালিয়া আর সাংসদ বিজেপির দিলীপ ঘোষ। দু'জনে কাজ করলেও তফাৎ আছে বিস্তর। কারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা যেখানে মিটিয়েছেন জুন, সেখানে রেলের প্রকল্প নিয়ে এসেছেন দিলীপ ঘোষ। ফলে স্থানীয়দের মন পাওয়ার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক। আর বাকি দুই দল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত। মেদিনীপুরে সেভাবে দেখাও যায় না সিপিএম বা কংগ্রেসকে। তবে পার্টি অফিস আছে।

মেদিনীপুর লোকসভায় ৭টি বিধানসভা রয়েছে। এগুলি হল, খড়গপুর, খড়গপুর সদর, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, এগরা ও দাঁতন। প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটার রয়েছে এখানে। যার মধ্যে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু। ৩০

থেকে ৩৫ রয়েছে আদিবাসী, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতির ভোটার। অর্থাৎ, ভোট নির্ণায়ক হিসেবে এঁদের ভূমিকা অনেকটাই। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিনির্ভর। তবে কৃষিজমির পাশাপাশি রয়েছে আইআইটি খড়গপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। নতুন করে গড়ে উঠছে শিল্পতালুক। খড়গপুরে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের বাস। দক্ষিণের একাধিক রাজ্যের মানুষ এই এলাকায় আস্তানা গেড়েছেন। এছাড়াও আছে ভারতীয় বায়ুসেনার কলাইকুন্ডা এয়ারবেস। খড়গপুরে রয়েছে প্রচুর রেল কলোনি। এখানকার অন্যতম ইস্যু অনুন্নয়ন।

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেল ভারতীয় এডটেক সংস্থা ইউফিয়াস লার্নিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইউফিয়াস লার্নিং, ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্কুল-কেন্দ্রিক ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা করল ২০২৪-এর বিশ্বের শীর্ষ এডটেক রাইজিং স্টারদের কৃতিত্বের কথা। ইউফিয়াস লার্নিং-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অমিত কাপুর এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, 'আমরা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এডটেক সংস্থার মধ্যে উদীয়মান সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত হতে পেরে সম্মানিত। এই স্বীকৃতি আমাদের নিরলস প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে তা নয়, একইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগের কথারও উল্লেখ করে। ইউফিয়াস লার্নিং-এ আমরা আজীবন শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করে। একইসঙ্গে সামগ্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করে উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

CHANGE OF NAME

I, Chandrika Seth, W/o Amar Seth residing at Edcon Chamber, 7/1A, Hazra Road, Kolkata - 700026 do hereby solemnly affirm and declare that CHANDRIKA SETH, CHANDRIKA A SETH & CHANDRIKA AMAR SETH will be known everywhere as same and one identical person vide affidavit dated : 21.12.2017 sworn before the Notary Public at Kolkata.

CHANGE OF NAME

I, Jayesh Kumar Govind Das (old name), S/O Govind Das Parshottam, R/O Aster Regency, 14/1A Abhoy Sarkar Lane, 2nd Floor, Flat 2C, P.S. Bhawanipore, Kolkata-700020. I have changed my name to **JAYESH GOVIND DAS POPAT** (new name) vide an affidavit sworn before Notary Public Kolkata on 21 March, 2024. Henceforth, I will be known by the name of **JAYESH GOVIND DAS POPAT**.

PUBLIC NOTICE

I, Priya Khatun D/O. Abbas Uddin Sk, R/O. Vill-Kirtoniapara (Sahebrampur), P.O.- Sahebrampur, P.S.- Jalangi, Dist- MSD, I have changed my name from Priya Khatun to Aditya Raaj & my Gender from Female to Male vide affidavit dt- 25-04-2024 before Notary Public at Berhampore, Murshidabad.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

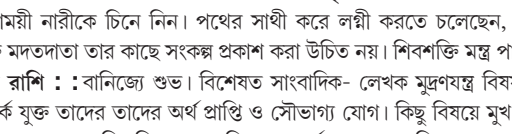

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে এপ্রিল। ১৬ ই বৈশাখ। সোমবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখথেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তুত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি ।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিরোধীরা পাগল হয়ে গিয়েছে দাবি প্রসূনের, তাপপ্রবাহে সুস্থ থাকার টোটকা পদ্ম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাপ প্রবাহের লাল সতর্কতা জারি থাকলেও তাকে উপেক্ষা করেই রবিবার সকাল থেকেই ভোট প্রার্থীরা ময়দানে নেমে পড়েছেন। আগামী ২০ মে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। তাই রবিবার ছুটির দিনকে বাদ দিতে নারাজ শাসক থেকে বিরোধী সব দলের প্রার্থীরা। একদিকে পঞ্চানন তলা এলাকাতে জনসংযোগ করছেন ঘাস ফুলের বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরদিকে সাঁকরাইল ব্লকের আন্দুল স্টেশন রোড এলাকাতে জনসংযোগ সারলেন গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। ভোটের আবহে তীব্র গরমের হাত থেকে সতর্ক থাকার বার্তাও দিচ্ছেন প্রার্থীরা। জনসংযোগের মধ্যেই বিজেপিকে নিশানা করে প্রসূনের দাবি, 'আমরা বাংলার লোককেই চাই, বাংলার বাইরে থেকে এসে বাংলাতে কাউকে মাতব্বরি করতে দেব না। বিরোধীরা সব বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। কোনও লাভ নেই। নির্বাচনের পর বিজেপির অস্তিত্ব থাকবে না।'

যদিও সাংসদের দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে চিকিৎসক প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী গরমে সুস্থ থাকার টোটকা দিলেন জনসংযোগে বেরিয়ে। তিনি বলেন, 'এই গরমে যেন সকলে হালকা রঙের পোশাক পড়েন, সরাসরি রোদের হাত থেকে নিজেকে যতটা রক্ষা করা যায়, ওআরএস, ডাবের জলের মতো পানীয় খেতে হবে, এটা আমাদের দলের তো বটেই, বিরোধীদের প্রতি আমার নিবেদন।'

রবিবারের প্রচারে শাসক দলের জনসংযোগ কর্মসূচিতেও দেখা গেল এক অদ্ভুত চিত্র। একই কর্মসূচিতে প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী অরূপ রায় উপস্থিত থাকলেও, তাঁরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখেই থাকলেন। একসঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতেও দেখা গেল না প্রার্থী ও মন্ত্রীকে। প্রায় ৫০ মিটারের দূরত্ব বজায় রাখলেন প্রসূন ও অরূপ। বিষয়টি নিয়েও কানাঘুষো চলছে শাসক দলের অভ্যন্তরে। এছাড়াও নিজের জনসংযোগ কর্মসূচি থেকে শাসক দলকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী রথীন। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে বারুদের স্তুপে দাঁড়িয়ে আছে যেখানেই খুঁজবে সন্দেশখালি বেরোবে। গুজরাটে সেভাবে ভোট হয় পশ্চিম বঙ্গে তা* শান্তিতে ভোট হওয়া সম্ভব নয়। এমনটাই দাবি করেন রথীন।

বিয়ের আগে পুড়ল মণ্ডপ, দুর্ঘটনা না অন্তর্ঘাত! তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিয়ের আগের দিন পুড়ে গেল বিয়ের বাড়ির জন্য নির্মিত প্যান্ডেল। রবিবার সকালে সেখানে এখন আলোর মধ্যে অন্ধকারের উঁকিঝুঁকি । ঘটনাটি হাওড়ার সাঁকরাইলের রঘুদেবাটি মিতালি পাড়ার। শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পুড়ে গেল বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেল। এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা এলাকার বাসিন্দারা। এই ধরনের ঘটনা এর আগে কোনওদিনও ঘটেনি বলেই দাবি এলাকাবাসীদের। ঠিক কি ঘটেছিল, সেই বিষয়ে পাত্রের বাবা আনসারুল সরদার বলেন , 'আমার বড় ছেলে রিয়াজউদ্দিন সর্দারের বিয়ে ছিল রবিবার । তাঁর বিয়ে হচ্ছিল বাঁকড়া মুন্সীপাড়ায়। শনিবার রাত দেরটার পর প্যান্ডেলের কাছ থেকে আমরা বাড়িতে খেতে আসি। তারপর একজন ফোন করে বলে দাদু প্যান্ডেলে আগুন লেগে গিয়েছে। ছুট্টে প্যান্ডেলে আসার পর আমি রাস্তায় পরে অজ্ঞান হয়ে যাই। কারা এই ঘটনা ঘটালো তা বুঝতে পারছি না। আমরা খুব ভেঙে পড়েছি।' এদিকে এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পাত্রের বাবা আনসারুল সরদার বলছেন রাজনৈতিক ব্যাপার কিনা তা বুঝতে পারছেন না। তাহলে কি লোকসভা ভোটের আগে এটা কি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা? নাকি অন্য কোনো শত্রুতার কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে যেই করুক তার শাস্তির দাবি করেছেন পরিবার থেকে প্রতিবেশী সকলেই । সকাল থেকেই বিয়েবাড়ি আত্মীয় থেকে পরিবারের সকলেরই মুখ ভার । মানিকপুর তদন্ত কেন্দ্রে তারা লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূলের শাসনে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা তৃণমূল সরকারের হাতে। অথচ তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক প্রচারে বেরিয়ে বারংবার ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ শেষ করার দাবি করছেন। রবিবার নৈহাটির গরিফায় প্রচারে 'গুন্ডারাজ' নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, তৃণমূলের শাসনে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ। তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করা উচিত। অন্যথায় এই ধরনের বয়ান দেওয়ার জন্য পার্থ ভৌমিককে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এদিন অর্জুন সিং দাবি করলেন, বিজেপিতে একটাও গুন্ডা আছে ওরা নাম বলে দিক। কিন্তু তৃণমূলের একশো গুন্ডার নাম তিনি বলে দেবেন। গঙ্গার ঘাটগুলো সংস্কার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের গঙ্গার ঘাটগুলো সংস্কার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ সেই টাকা এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কাজে লাগায়নি।' সন্দেশখালির অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে পুলিশের সার্ভিস রিভলভার উদ্ধার নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ওই সার্ভিস রিভালভারের নম্বর দেখে তদন্ত করা উচিত। সেটা কোন পুলিশ অফিসার বেচেছেন। কিংবা মালখানা থেকে ওই রিভালবারটি বেরিয়েছে। নাকি ওটা 'সিজ' হওয়া রিভলভার।

বিজেপির সর্বভারতীয় কোনও নেতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ ডায়মন্ড হারবারে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লব দাশ

সাতগাছিয়া: ডায়মন্ডহারবারে হ্যাটট্রিকের দোড়গোড়ায় এসে নিজের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিজেপির কোনও সর্বভারতীয় নেতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গেসিপিএম প্রার্থী নিয়েও কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। রবিবার নিজের কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে সূচনা পর্বে এভাবেই কর্মী-সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাতগাছিয়ার বজবজ-২ ব্লকের মুচিশা হাই স্কুল ফুটবল মাঠে জনসভা করেন তিনি। সেখানেই বিজেপি প্রার্থী নিয়ে অভিষেক বলেন, 'এখনও নমিনেশনের সময় আছে, বিজেপির কোনও সর্বভারতীয় নেতা এখানে এসে আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন।'

নির্বাচন ঘোষণার প্রায় দেড় মাস পর ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী মাস ছয়েক আগে ডায়মন্ডহারবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলে অভিষেককে হারানোর চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। এমনকী, তাঁদের পূর্ববর্তী জোটসঙ্গী সিপিমের সঙ্গে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়। পরবর্তী সময়ে 'দল চাইলে প্রার্থী হব ডায়মন্ডহারবারে' এই তত্ত্বে অবশেষে পিছুটান দেন নওশাদ। শেষমেশ এই কেন্দ্র থেকে নওশাদের না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানায় আইএসএফ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বিভিন্ন সভায় ডায়মন্ডহারবারে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সংবাদমাধ্যমে বিজেপির রাজ্যস্তরের বেশ কিছু নেতার নামও ভেসে ওঠে। তবে নওসাদ সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের পরই ডায়মন্ডহারবারে দুই বারের পরাজিত প্রার্থীর উপরেই ভরসা রাখে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় মুখ হলেও ডায়মন্ডহারবারের বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ঘোষিত প্রার্থীকে মেনে নিতে না পেরে সকলে মিলে পদত্যাগেরও হুমকি দেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী নিয়ে গেরুয়া শিবিরের একাংশের মধ্যে সেই গুঞ্জন এখনও অব্যাহত। তাই শনিবারের সভা থেকে এই কেন্দ্রে এবার বিজেপির কোনও সর্বভারতীয় নেতা এসে লড়ুক, সেই আহ্বানও জানালেন তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে এবারে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভিজিৎ দাস। ২০০৯ সালে সোমেন মিত্র এবং ২০১৪ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন অভিজিৎ। তাই 'এর থেকে ভালো প্রার্থী পাওয়া যেত' বলে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কটাক্ষ করেন অভিষেক।

শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মণ্ড হারবারের সাতগাছিয়ার বজবজ ২ ব্লকের মুচিশা হাই স্কুল ফুটবল মাঠের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কটাক্ষ উড়ে আসে তাঁর বক্তৃতা থেকে। অভিষেক বলেন, 'আমি বলছি, এখনও সময় আছে, বিজেপির যে কোনও সর্বভারতীয় নেতা আস্তে চায়, আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আসুক, নমিনেশনের পর্ব এখনও শুরুই হয়নি।'

তবে, শুধু বিজেপি নয়, সিপিএমের প্রার্থী নিয়েও খোঁচা দেন ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদ। অভিষেক বলেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত না করে, সিপিএম আর বিজেপি যদি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থী খুঁজত, এর থেকে ভালো প্রার্থী পেত। আমি বিরোধী প্রার্থীদের সম্মান জানিয়েই বলছি।'

সিপিএমের তরফে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা প্রতীক উর রহমানকে দাঁড় করানো হয়েছে। আইএসএফ মজনু লস্করকে প্রার্থী করেছে ডায়মন্ডহারবারে। চতুর্মুখী লড়াই হলেও সংগঠনের ধার ও ভারে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফলাফলে শেষ হাসি কে হাসবে তা নিয়ে খুব একটা আলোচনায় প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ও এলাকার মানুষ।

তপসিলি ভোট বদলে দিতে পারে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ছবি

প্রথম পাতার পর...

মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ২০০৯-এ তৃণমূলের ঝড় যখন রাজ্যজুড়ে তখনও এই মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রটি ছিল সিপিএমের দখলে। ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে সাংসদ হন প্রবোধ পান্ডা। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূলের দীপক কুমার ঘোষ পান ৪৩ শতাংশ ভোট। এরপর ২০১৪ সালে মেদিনীপুরে ফোটে জোড়াফুল। তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সন্ধ্যা রায় ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের প্রবোধ পান্ডার ঝুলিতে যায় ৩২ শতাংশ ভোট। তবে বামেদের রমরমা যখন মেদিনীপুরে তার মাঝেও নিজেদের সংগঠন গুছিয়েছে গেরুয়া শিবির। এর ফল মেলে ২০১৬-তে।

তৃণমূলের জোরালো হাওয়ার মাঝেও সেই বিধানসভা ভোটে খড়গপুর শহর থেকে দিলীপ ঘোষ বিধায়ক হন কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিধায়ক 'চাচা' জ্ঞানসিং সোহন পালকে হারিয়ে। এরপর থেকে মাটি কামড়েই মেদিনীপুরে পড়ে থেকে তৈরি করেছেন সংগঠন। যার ফল মেলে ২০১৯ সালে। তৎকালীন রাজ্য বিজেপি সভাপতি গত লোকসভা নির্বাচনে পান ৪৮.৬২ শতাংশ ভোট। উল্টোদিকে, তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইয়া পান ৪৩ শতাংশ ভোট। জয়ের ব্যবধান ছিল প্রায় লক্ষাধিক। তবে লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের এই বিপুল জয়ের প্রতিফলন কিন্তু দেখা যায়নি ২০২১-এর লোকসভা নির্বাচনে। পদ্ম বনে ওঠে জোড়া ফুলের ঝড়। ৭ বিধানসভার মধ্যে ৬টি আসে তৃণমূলের দখলে আর মাত্র একটিতে জয় পায় বিজেপি।

২০২৪-এ মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে জুন মালিয়াকে। ফলে বিধায়ক থেকে এবার তিনি নামলেন সাংসদ হওয়ার দৌড়ে। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী বাছার ক্ষেত্রে দড়ি টানাটানি চলে দলের অন্দরেই। কারণ, এখানে বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষকে টিকিট দেওয়া হোক তা চাইছিলেন না স্থানীয় স্যাফ্রন ব্রিগেডের নেতারাই। কারণ, দিলীপ ঘোষের স্বেচ্ছাচারিতা তাঁরা নাকি মেনে নিতে পারছিলেন না! পরবর্তীকালে প্রার্থী হিসেবে নাম উঠে আসে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা বিজেপি সভানেত্রী ভারতী ঘোষের। তবে এই জেলায় দায়িত্বে থাকার সময়ের ভাবমূর্তি ভারতীর পক্ষে কাঁটা হতে পারে মনে করেই শেষ বেলায় পিছিয়ে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আবার এও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, মেদিনীপুরে প্রার্থী হতে চলেছেন অধিকারী পরিবারের সদস্য। তবে সব জল্পনা উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী করা হয় বিজেপির দক্ষ সংগঠক অগ্নিমিত্রা পলকেই। নাম ঘোষণার পরই অগ্নিমিত্রাকে স্বাগতও জানান স্থানীয় পদ্ম শিবিরের নেতা কর্মীরা। সবাই কোমর বেঁধে নামেন রাজনৈতিক ময়দানে। অন্যদিকে, এখানে বাম প্রার্থী হয়েছে সিপিআই-এর বিপ্লব ভট্ট। তবে মেদিনীপুরে বাম সংগঠন আর শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই বরং বিজেপি তার থেকে ভাল অবস্থায়। সংগঠন মজবুত তৃণমূল কংগ্রেসের।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের চোখে ২০২৪-এর লড়াইয়ে কিছুটা হলেও অ্যাডভ্যান্টেজে জুন মালিয়া। কারণ, জুন মেদিনীপুরের ঘরের মেয়ে। সহজেই মিশে যান সকলের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সারা বছর এখানে দেখাতে পাওয়া যায় জুনকে। শুধু তাই নয়, এখানের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে রাজ্য সরকারের প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া এবং বছরভর নানা কর্মসূচি পালন করেন তিনি। অন্যদিকে, অগ্নিমিত্রার এই সহজাত ক্ষমতাটা অনেকটা কম। ফলে অগ্নিমিত্রা জনসংযোগের দিক থেকেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। সঙ্গে প্রার্থী নিয়েও গেরুয়া শিবিরের অন্দরে রয়েছে দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরেও গোষ্ঠীকোন্দল কম নেই। ফলে কে শেষ হাসি হাসবেন, তা এখনই বলা বেশ কঠিন।

এমসিসিআই ইনস্যুরেন্স কনক্লেভে, 'ইনস্যুরেন্স ফর ফ্যামিলি বিজনেস পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত আনন্দ সিংহি, চিফ (রিটেইল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিজনেস) আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, নমিত বাজোরিয়া, প্রেসিডেন্ট, এমসিসিআই, কস্তুরি সেনগুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ডঃ পরিমল মার্চেন্ট, ডিরেক্টর, গ্লোবাল ফ্যামিলি ম্যানেজড বিজনেস, প্রোগ্রাম, এসপি জৈন স্কুল অফ গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১ সোমবার

আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী, মেরে মাথা ফাটানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'দফা ভোট হয়ে গিয়েছে। বাকি রয়েছে আরও ৫ দফা। তারই মধ্যে হিংসার অভিযোগ। কলকায় আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

আক্রান্ত বিজেপি নেত্রীর নাম সরস্বতী সরকার। তিনি বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবার মণ্ডল প্রেসিডেন্ট। বিজেপির দাবি, শনিবার রাতে দলের কিছু কর্মী আনন্দপুর থানার অন্তর্গত কিছু এলাকায় প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে ব্যানার, পোস্টার লাগাচ্ছিলেন। সরস্বতীদেবীর অভিযোগ, হঠাৎ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তাঁদের লোকজনের উপর হামলা করে। তিনি দলীয় কর্মীদের বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মাথা ফেটে যায় তাঁর। রাতেই তিনি আনন্দপুর থানায় অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করেনি। ঘটনায় তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য এলাকার বস্তিবাসীদের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছে। তাদের কেউ এ ঘটনায় জড়িত নয়।

লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল বাংলা থেকে বিদায় নেবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল বাংলা থেকে বিদায় নেবে।' রবিবার ব্যারাকপুরে পদযাত্রায় যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। যোগদানের হিড়িক নিয়ে তাঁর মন্তব্য, বর্তমান শাসকদল বিদায় নিচ্ছে। আর বাংলায় নতুন শাসকদল আসছে। এদিন বিকেলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী ব্যারাকপুর ওয়ারলেশ মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। বর্ণাঢ্য সেই পদযাত্রা ব্যারাকপুর-বারাসাত রোড ধরে ১৪ নম্বর রেল গেটের কাছে গিয়ে শেষ হয়। এদিন দু'দফায় বিজেপিতে মোট ৩০০ কর্মী যোগ দিলেন। তাঁদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন পদযাত্রা শুরুর আগেই ২০০ জন কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন। যোগদানের তালিকায় ছিলেন শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সমস্যা ভারতী সেনাপতি, মোহনপুরের তৃণমূল নেতা মিঠু চট্টোপাধ্যায়। ব্যারাকপুর ১৪ নম্বর রেলগেটের কাছে পদযাত্রা শেষ হবার পর সেখানেও ১০০ জন

কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। এদিন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করলেন, লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা থেকে বিদায় নেবে। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, তিনি কোনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। মোদিজির গ্যারান্টির ওপর যেমন মানুষের বিশ্বাস আছে। তেমনি তাঁর ওপর ব্যারাকপুরের মানুষেরও বিশ্বাস ও ভরসা আছে। মেট্রো রেলওয়ে সম্প্রসারণ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, তৃণমূল সরকার থাকলে কোনওভাবেই ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো রেলওয়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়।

'বাংলার বারোটা বাজিয়েছে তৃণমূল', সুজনের প্রচারে এসে তোপ বৃন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'গোটা দেশের যেমন বারোটা বাজিয়েছে বিজেপি, তেমনই বাংলার বারোটা বাজিয়েছে তৃণমূল।' দমদম লোকসভার বামপ্রার্থী সুজন চক্রবর্তীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে এই ভাষাতেই বাংলার শাসকদলকে আক্রমণ করলেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত। একইসঙ্গে বৃন্দা দাবি করেন, 'শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ডাইরেক্টর টিএমসি। টাকা ফেরত দিতে হলে তৃণমূলকে দিতে হবে। তিনি বলেন, 'দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। তাই কোর্ট যে টাকা ফেরাতে বলেছে ওই টাকা তো ওদের দেওয়া উচিত।'

এরপরই সামনে আনেন সন্দেশখালির ঘটনা। শাহজাহান গড় সন্দেশখালি থেকে প্রচুর বিদেশি অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাতেও রীতিমতো বিস্ময়ের সুরে বৃন্দা জানান, 'শাহাজাহানের একটা অফিসে এত অস্ত্র। সব তৃণমূল অফিসে কত আছে কে জানে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'সন্দেশখালিতে সেক্স টেরর হয়েছে।' এরই রেশ টেনে বৃন্দা এও জানান, 'আমি তো সন্দেশখালিতে গিয়েছিলাম। ওখানে মহিলাদের উপর কী হয়েছে সবটাই তো দেখেছি। সন্দেশখালিতে যৌন সন্ত্রাস হয়েছে। এটা গোটা দেশে কোথাও দেখিনি। সেক্স টেররের ছবি দেখা গিয়েছে রীতিমতো। এটা প্রথমবার আমি দেখেছি।'

এর পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে বৃন্দা স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'তৃণমূল কারও সঙ্গে জোট করতে পারে না। ওদের ডিএনএ তে জোট নেই। এখানে বাম কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট রয়েছে। বাংলায় তৃণমূল নেই। গোটা দেশে কী করে থাকবে যখন বাংলায় নেই। বিজেপি আরএসএসকে হারাতে চায় ইন্ডিয়া জোট। কিন্তু তৃণমূল বাধা দিচ্ছে। আমরা তার বিরুদ্ধেও লড়তে চাই।'

তবে এদিনের এই প্রচার বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া জল্পনার যোগ করল বলাই যায়। শেষ বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচনে শূন্য হলেও এই শূন্যকে সরিয়ে নতুন কোনও সংখ্যা বসাতে বামেরা এবার পারেন কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর সমর্থনে রোড শো করতে এসে তরুণ বাম নেত্রী দীপ্সিতা, সৃজনদের পাশাপাশি ঐশী ঘোষও জানান, 'ভোট ঠিকঠাক হলে বাংলায় এবার খেলা ঘুরতে পারে। খেলা ঘোরাতে পারে বামেরা।' গরমের হাত থেকে বাঁচতে আদতে বিষপান করছেন শহরবাসীর একাংশ।

সন্দেশখালিতে বিস্ফোরক মেলায় আরও সমস্যায় শেখ শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে নতুন করে সিবিআই যুক্ত করতে চলেছে অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক আইন। শাহজাহান ঘনিষ্ঠের ডেরায় দেশে-বিদেশি অস্ত্র ও বোমা উদ্ধারের পরেই এই কড়া পদক্ষেপ সিবিআই-এর। ফলে আরও বিপদে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা হিসেবে পরিচিত শাহজাহান শেখ। এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, সোমবার বসিরহাট আদালতে অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক আইন যুক্ত করার আবেদন করতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ইডি-র উপর হামলার ঘটনার মামলায় যুক্ত হতে চলেছে এই নতুন ধারা।

উল্লেখ্য, শনিবার সন্দেশখালিতে হঠাৎ পৌঁছয় সিবিআই। ইডি-র উপর হামলার ঘটনার তদন্তে সেখানে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে সিবিআই আধিকারিকদের কাছে খবর ছিল, শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে লুকিয়ে রাখা রয়েছে অস্ত্র-ভাণ্ডার। এরপরই সেই অস্ত্র ভাণ্ডারের খোঁজে নামেন এনএসজি কমান্ডোরা। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় বিস্ফোরক।

একইসঙ্গে মেলে দেশি-বিদেশি একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র। এদিকে এই বিস্ফোরক উদ্ধারের পরই সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ওই ব্যক্তির কাছে কোথা থেকে এল বা শাহজাহানের সঙ্গেই বা তাঁর যোগসূত্র কী সেই নিয়েই নতুন ধারা যোগ করতে চলেছে সিবিআই।

সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা চাকরি হারানো বিশেষভাবে সক্ষমদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০১৬-এর এসএসসি-র পুরো নিয়োগ প্যানেলই বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬-র গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করলেও ছাড় দেয় ক্যান্সার আক্রান্ত সোমা দাসকে। এক্ষেত্রে মানবিকতার কথা শুনিয়েছে আদালত। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় তিনশো শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর তরফে যাঁরা দৃষ্টিহীন এবং বিশেষ ভাবে সক্ষমদের সংরক্ষিত পদে চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের ব্যাপারে। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নির্দেশে এরকম ১০৪ জন দৃষ্টিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আরও শ'দুয়েক শারীরিক দিক থেকে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তবে এবার তাঁরা দ্বারস্থ হতে চলেছেন আদালতের অন্তত এমনটাই সূত্রে খবর। ব্লাইন্ড পার্সনস টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের হরিপদ হাজরা এই প্রসঙ্গে এও জানিয়েছেন,

'আমাদের সংগঠনের তরফে দুর্দশার কথা জানাতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।'

এরই রেশ ধরে তাঁদের প্রশ্ন, ডিভিশন বেঞ্চ যদি মানবিকতার যুক্তিতে ক্যান্সার-আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বাজায় রাখে তা হলে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্যে সংরক্ষিত ৩ শতাংশ পদে চাকরি পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি থাকবে না কেন বা তাঁদের ক্ষেত্রে কেন মানবিক হবে না আদালত তা নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে তাঁরা এও জানান, প্রতিবন্ধকতা ও দারিদ্র অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। সঙ্গে সামাজিক অবহেলা আর অশম্মান তো আছেই। তবে চাকরি পাওয়ার পরে চিত্র বদলায়। কিন্তু এবার হাইকোর্টের এই নির্দেশের জেরে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় নেই! এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিহীনদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, 'পরীক্ষার জন্যে সবাই যখন নিজেরা পড়াশোনা করে, আমাদের তখন শ্রুতিলেখক খুঁজতে হয়। তাঁরা যাতে পরীক্ষার হলে যেতে পারেন, সেই অনুমতির জন্যেও দৌড়োদৌড়ি করতে হয় আমাদেরই। এরপর প্রতিযোগিতায় যোগ্যতামান পার হওয়ার পরও চাকরি চলে যায়। এদিকে আদালত শুধু মানবিকতার কথা ভাবে একজনের জন্যে।'

সাঁতরাগাছি ঝিলের দূষণ সংক্রান্ত মুখ্য সচিবের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাঁতরাগাছি ঝিলের দূষণ কমাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন ও অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যসচিবের জমা দেওয়া হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলল জাতীয় পরিবেশ আদালত। এর আগেও হলফনামা নিয়ে আদালতের ভৎর্সনার মুখে পড়তে হয়েছিল মুখ্যসচিবকে। কীভাবে সাঁতরাগাছি ঝিলের দূষণ নিয়ে মামলা চলছে।

গত মার্চে পরিবেশ আদালত মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছিল, ঝিলের দূষণ কমাতে হাতে নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প কত দিনের মধ্যে শেষ হবে, তা যেন নির্দিষ্ট করে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়। ১৮ মার্চ দেওয়া ওই নির্দেশে আদালত চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা করতে বলেছিল। সেই মতো রাজ্যের মুখ্যসচিব হলফনামা জমা করেন। কিন্তু তাতে ঝিলের দূষণ কমানোর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলি কবে শেষ হবে, সে ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ নেই বলে

আদালত মন্তব্য করে। তা ছাড়া, ঝিল সংলগ্ন জমি থেকে দখলদারদের উচ্ছেদের বিষয়েও কিছু উল্লেখ করা নেই। সে কারণে সংশ্লিষ্ট হলফনামার পরিবর্তে আদালত ফের নতুন করে তা জমা দিতে বলেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৫ জুলাই। তার মধ্যে নতুন হলফনামা জমা দিতে হবে মুখ্যসচিবকে। মামলার আবেদনকারী পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের বক্তব্য, 'রাজ্যের মুখ্যসচিব সব বিষয়ে না-ই জানতে পারেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ দপ্তর, যারা সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তারা জানবে না কেন? এটা সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যসচিবের জমা দেওয়া আর একটি হলফনামা নিয়েও একই প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। বার বার ঝিলের দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামা সংক্রান্ত এই বিভ্রান্তি কেন তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ঝিলের দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, তাদের অধীনস্থ একাধিক দপ্তর, হাওড়া পুরসভা, রেল-সহ একাধিক পক্ষের ভূমিকা থাকায় আদালতের তরফে অতীতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়। গত নভেম্বরে সেই কমিটি বৈঠক করে। যার ভিত্তিতে মুখ্যসচিবের তরফে গত ৩ ফেব্রুয়ারি হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সে বারও আদালতের তরফে রীতিমতো 'ভর্ৎসনা' করা হয় মুখ্যসচিবকে। তাঁর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হলেও ঝিলের দূষণ কমানোর সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষ পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ রেলের কাছ থেকে তো বটেই, নিজের অধীনস্থ দপ্তর থেকেও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে মুখ্যসচিব ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রবল গরমে ভোটকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে ব্যবস্থা বিশেষ পানীয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তীব্র তাপ প্রবাহের মধ্যেই দফায় দফায় ভোট। দাবদাহ থেকে কবে মুক্তি মিলবে তা স্পষ্ট নয় হাওয়া অফিসের কাছেও।

৭মে তৃতীয় দফা থেকে ভোট জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণে। মুর্শিদাবাদের কোথাও তাপমাত্রা ৪৩ কোথাও ৪৪! বাস্তবে অনুভূত হচ্ছে আরও ৩-৪ ডিগ্রি বেশি। হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাপপ্রবাহের নিরিখে রাজস্থানের জয়পুরকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে কলকাতা-সহ দুই বঙ্গ! এই পরিস্থিতিতে ভোটকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, কমিশনের সঙ্গে কথা বলেই ভোট কর্মীদের জন্য বিশেষ ঠান্ডা পানীয়র ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভোটগ্রহণের জন্য ভোট কর্মীদের প্রথমে যেতে হয় ডিসিআরসিতে। সেখান থেকে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ফের রওনা দেন নির্বাচনী কেন্দ্রের দিকে। ডিসিআরসিতে ঢোকার মুখেই ভোট কর্মীদের 'ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস' হিসেবে দেওয়া হবে আম পান্নার সরবত। কিছু জেলা প্রশাসন আবার গ্লুকোজের ব্যবস্থা করছে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'দূর দূরান্ত থেকে ভোটকর্মীরা ডিসিআরসিতে আসেন। সেখানে আমপান্নার সরবত বা এই জাতীয় ঠান্ডা পানীয় পেলে তাঁদেরও শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দাবদাহ আরও বাড়তে পারে। এদিকে এখনও পাঁচ দফা ভোট বাকি। জানা যাচ্ছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মাটির কলসি দেওয়ার পরিকল্পনাও চলছে।

মাত্র ২০ টাকাতে সুলভ মূল্যের খাওয়ার দেবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাত্র ২০ টাকাতেই যাত্রীদের খাওয়ার খাওয়াবে পূর্ব রেল। উত্তপ্ত তাপ প্রবাহের মধ্যে সামার স্পেশাল ট্রেনে এমনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেই রবিবার জানাল পূর্ব রেল। রেলের সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা চালু করছে পূর্ব রেল। এর জন্য আলাদা একটি কিয়স্ক চালু করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। এতে সুলভ মূল্যের খাওয়ারের সঙ্গে পরিশ্রুত প্যাকেটবন্দি পানীয় জল দেওয়া হবে বলেই জানান হয়েছে।

এই কিয়স্কগুলো প্রতিটি স্টেশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে ও ট্রেনেও পাওয়া যাবে। এই পরিষেবা হাওড়া বর্ধমান, রামপুরহাট , মালদা, ভাগলপুর, দুর্গাপুর, জসিডি, মধুপুর সহ একাধিক স্টেশনে চালু করা হয়েছে।

এতে পাঁচ রকমের স্বাদের খাবার বেছে নেওয়ার সুবিধা পাবেন যাত্রীরা।

৭ টি পুরি , আলুর দম , আচার থাকছে। এছাড়াও লেমন রাইস সহ আচার থাকবে। এই মেনুতে রাখা হয়েছে দই ভাত সহ আচার। এছাড়াও অম্ল স্বাদের ভাত সহ আচার থাকছে। এছাড়াও ডালের খিচুড়ি সহ আচার পাবেন যাত্রীরা। ভিন্ন বক্সে যাত্রীদের কাঠের চামচ সহ দেওয়া হবে। যাত্রীরা তাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটু মেনু বেছে নিতে পারবেন, যার জন্য তাদের মাত্র ২০ টাকা খরচ হবে। এছাড়াও এতে মাত্র ৫০ টাকা মূল্যের কম্বো থাকবে। এতে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বাদের খাওয়ার দেওয়া হবে ও পানীয় জলের জন্য তিন টাকা খরচ করতে হবে যাত্রীদের।

প্রবল গরমে স্বস্তি দেওয়া শরবত, লস্যির বরফে বিষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গরমে গলা ভেজাতে বা শরীর ঠান্ডা রাখতে অনেকেই পান করছেন আখের শরবত, ফলের রস বা লস্যি। আর শরীরকে সুস্থ রাখতে গিয়ে এই পানীয় পান করে শরীরকে আরও বিপদের মুখেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলেই জানাল কলকাতা পুরসভার 'ফুড সেফটি টিম'। কারণ, যে বরফ এই ধরনের পানীয়তে দেওয়া হচ্ছে তা আদতে মাছ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় বলেই জানাচ্ছেন এই ফুড সেফটি টিমের আধিকারিকেরা। আর এমন ঘটনা সামনে আসে কলকাতা পুরসভার ৪ নম্বর বরোর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বিভিন্ন সরবতের দোকানে অভিযান চালাতেই। ফুড সেফটি টিমের তররফ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, মুক্তরামবাবু স্ট্রিটের রাস্তার ধারের একাধিক শরবতের দোকান রয়েছে সেখানে যে বরফ ব্যবহার করা হচ্ছে তা খাওয়ার যোগ্য নয়। এর বেশিরভাগ বরফই মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এরই পাশাপাশি অযত্নে খোলা রাস্তায়

ফেলে রাখা বরফে জমেছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ফুড সেফটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডা. তরুণ সাঁফুই জানান, 'যে ধরনের বরফ এক অংশের ব্যবসায়ী ব্যবহার করছেন তা বাণিজ্যিক বরফ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইস।' একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইস যে ধরনের জলে তৈরি তা খাওয়ার অযোগ্য। টাইফয়েড, জন্ডিসের মতো অসুখ হতে পারে ওই বিষাক্ত বরফ থেকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ওই বরফ ফেললেই ধরা পড়বে কোটি কোটি ব্যাকটিরিয়া।'

এই প্রসঙ্গেই কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এদিন এও জানান, 'গোটা গ্রীষ্ম জুড়ে কলকাতা এলাকায় অভিযান চালাবে পুরসভা। পরখ করে দেখা হবে বরফ। যে সমস্ত দোকানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইসের দেখা মিলবে, সঙ্গে সঙ্গে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।' এরই পাশাপাশি বাণিজ্যিক বরফ নিয়ে সচেতনতা প্রচারে কলকাতার অলিতে গলিতে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে পুরসভার তরফ থেকে।

সম্পাদকীয়

বর্জ্য পৃথকীকরণে এ শহর অসফল হয়ে জরিমানা দিয়েছে, কবে নড়ে বসবে প্রশাসনিক কর্তারা?

যে কোনও বড় শহর প্রতি দিন এক বিপুল পরিমাণ আবর্জনার জন্ম দিয়ে থাকে। দৈনন্দিন আবর্জনার সঠিক ভাবে বিলিব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া পরিবেশবিদদের এক বড় সমস্যা। সাধারণ ভাবে আমাদের ভুক্তাবশেষ ও তরকারির খোসা ইত্যাদি পচনশীল বর্জ্যকে সহজেই একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আজকের জীবনযাত্রায় এর সঙ্গে মিশে থাকে কিছু অজৈব বর্জ্য, যা হয়তো হাজার বছরেও জৈব পরিবেশের অঙ্গ হয় না। সুতরাং, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম স্তর হল আবর্জনাকে পচনশীল ও অপচনশীল; এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা। দুঃখের বিষয়, এই প্রাথমিক স্তরেই পশ্চিমবঙ্গবাসী অসফল হয়ে জরিমানার সম্মুখীন হয়েছে। এখন চলছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা। পচনশীল এবং অ-পচনশীল; এই দুই ভাগে আবর্জনা ভাগ করে রাখার জন্য নীল ও সবুজ বালতি আমরা বিধাননগরবাসীরা পেয়েছি এক বছরেরও বেশি আগে। প্রথম দিকে দুই ভাগে ভাগ করে রাখতাম। পরে দেখলাম, সংগ্রাহক সব এক সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছেন। এর বিপরীতে ২০১৪-১৫ সালে আমার বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছি। সেখানে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে সংগ্রাহক শুধুমাত্র পচনশীল বর্জ্যই নিতেন, তাতে একটিও প্লাস্টিক ব্যাগ থাকলে বর্জ্য নিতে তিনি অস্বীকার করতেন। বলতেন, মেশিন নেবে না। সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে তিনি প্লাস্টিক ও অন্যান্য অ-পচনশীল বর্জ্য নিতেন। সেই দিন দু'জন সংগ্রাহক দু'টি গাড়ি নিয়ে আসতেন, দুই ধরনের বর্জ্যের জন্য। সংবাদপত্রে দেখা গেল, পুরসভা নাগরিকদের সচেতনতার অভাবের দোহাই দিয়েছে। বেঙ্গালুরুতে কিন্তু কারও শুভবুদ্ধির অপেক্ষায় থাকেনি পুরসভা। এক জনগোষ্ঠীর সব মানুষ সচেতন হবে, এমন ভাবা অবাস্তব। আইন এমন হওয়া উচিত যে, মানুষ মানতে বাধ্য হয়। বর্জ্যে প্লাস্টিক থাকলে সংগ্রাহক তা নেবেন না, আর সংগ্রাহক দুই ধরনের বর্জ্য মিলিয়ে আনলে পুরসভা তাঁকে শাস্তি দেবে। এ ভাবে নিয়ম করা হলে দুই পক্ষই আইন মানতে বাধ্য থাকবে। আইন মানা হচ্ছে কি না, এটা নজরদারি করার দায়িত্ব প্রশাসকদের। পুরসভার কাউন্সিলররা প্রতি দিন সকালে এই বিষয়ে সাহায্য করবেন, কেন না প্রাথমিক ভাবে কিছু সমস্যার উদ্ভব হতেই পারে। কলকাতা বর্জ্য পৃথকীকরণে অসফল হওয়ায় জরিমানার সম্মুখীন হয়েছে। এখন বোধ হয় উঠে বসার সময় হয়েছে পুরসভার।

জন্মদিন

আজকের দিন

আশিস নেহরা

১৯১৯ *বিশিষ্ট তবলাবাদক পণ্ডিত আল্লারাখার জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিবেশক জুবিন মেহতার জন্মদিন।*
১৯৭৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আশিস নেহরার জন্মদিন।*

বারবার কোর্টের রায় অবমাননা: গণতন্ত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা!

বরুণ মণ্ডল

দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার উপর কুঠারাঘাত করে চলেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রাদেশিক প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তির এমন জনবিরোধী আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর সংবিধান বিরোধী, দেশ বিরোধী এবং আদালত বিরোধী এই সমস্ত কার্যাবলী সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বার্থে। রাষ্ট্রের একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে সমগ্র রাষ্ট্রকে ব্যবহার করবে, তা মানা সম্ভব নয়। এর একটা আশু বিহিত হওয়ার প্রয়োজন।

খবরে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের আবেদন গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এ বিষয়ে শুনানির জন্য নতুন কোন বেঞ্চ গঠন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম্। ভারতীয় গণতন্ত্রে আদালত স্তর পরম্পরায় যে রায় দেবে সেটাই চূড়ান্ত। আর সেই চূড়ান্ত রায়কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের। এক্ষেত্রে আদালত যখন প্রশাসনিক ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে রায় দান করে তখনই শুরু হয় আদালত এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে দড়ি টানাটানির খেলা। আদালত সংবিধান মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভিভাবক স্বরূপ হলেও ক্রমশঃ তার 'ঢাল তরোয়াল হীন নিধিরাম সর্দার' রূপ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। যেটা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার ভারতীয় বিচারব্যবস্থার 'ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার' ব্যবস্থাকে পূর্ণমাত্রায় অপব্যবহার করে চলেছে। আইন মোতাবেক আদালত যতই প্রশাসনের ভুল ত্রুটি ধরে শাস্তির কথা বলুক না কেন, শাস্তি দেওয়ার জন্য আদালতের যে নিজস্ব কোন শক্তি বাহিনী নেই। যাকে শাস্তি দেওয়া হবে তার শক্তিকেই শাস্তি প্রদানের ব্যবহৃত হবে-এ একটা হাস্যকর রীতি। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে। যার অর্থ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগকে পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। তিনটি বিভাগই স্বতন্ত্র বিভাগ। কেউ কারুর উপর খবরদারি করতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই তিনটি বিভাগ যখন স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠছে তখন নিয়ন্ত্রণের কেউ থাকছে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এই ত্রুটিকে সম্পূর্ণভাবে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কিংবা এসএসসির তরফে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দেওয়া হয়নি। ফলে নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি জনের চাকরিতে বেনিয়ম রয়েছে। ৫০০০ জনকে ইচ্ছাকৃতভাবে আগলিয়ে আদালতের রায়কে ভ্রান্তির দিকের ঠেলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই অরাজক রায় সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে।

কিছুদিন পূর্বে সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর সাধারণ মানুষের চড়াও হওয়ার ঘটনা ঘটে গেল। যেটা রাষ্ট্রবিরোধী ঘটনা; যার ইন্ধন রয়েছে তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখের। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণের তিন তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার হাতে পায় এন আই এ। সেই সূত্রে সম্প্রতি ভূপতিনগরে এন আই এর আধিকারিকরা গেলে গ্রামবাসী চড়া হয় এনআইএ আধিকারিকদের উপর। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রবিরোধী ঘটনা ঘটেছে তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গুলিহেলন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সংস্থা তদন্ত করতে এলে বিরোধিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। সংবিধান বা আদালত দুর্নীতি দমন করার জন্য ফৌজ পাঠালেও সেই ফৌজ আটকে দিয়ে তদন্ত আটকে দেওয়া হচ্ছে। যা চরম অরাজক অবস্থা, অসাংবিধানিক পরিস্থিতি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সভা মঞ্চ থেকে নির্দ্বিধায় বলছেন 'গোটা হাইকোর্ট বিক্রি হয়ে গিয়েছে'। যা চরম আদালত অবমাননাকর বক্তব্য। তিনি বারবার বলছেন, 'সিবিআইকে কিনে নিয়েছে', 'বিএসএফকে কিনে নিয়েছে' ইত্যাদি। অন্যদিকে সন্দেশখালি বা ভূপতিনগরের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেনি। অথচ অপরাধী দমনে কেন্দ্রীয় দলকে বাংলায় পদার্পণ করার প্রয়োজনই নেই যদি রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা সক্রিয় হয়।

আদালতের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখানোর আরো একটি চরম পদক্ষেপ হলো, শিক্ষা দপ্তরের সূত্রের খবর শ্রম আইন অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি-হারা ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীকে এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়ার ঘোষণা। এভাবে বারবার আদালতের প্রতি অবজ্ঞা বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত। অথচ রাজ্যের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক শক্তি এবং সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ভারত রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে ভারতের কোন অঙ্গরাজ্য সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারবেনা।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসার নির্বাচন ছাড়া পরবর্তী কোন নির্বাচন আইন মোতাবেক হয়নি। বিভিন্নভাবে কারচুপি করে ক্ষমতায় আঁকড়ে বসে আছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিন্দুমাত্র প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন গুলিতে ইদানিং হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মানেই শুধুই কারচুপি আর সন্ত্রাস। গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র সুফল পশ্চিমবঙ্গবাসি তো ভোগ করতে পারছে না বরং গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলো ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। গত নির্বাচনে নকল আধিকারিক এবং ভুয়ো ভোট কর্মী দ্বারা কিভাবে গণনা কেন্দ্রে কারচুপি করে একটা সরকার ক্ষমতায় রয়ে গেল সমগ্র দেশ হাঁ করে দেখলো। প্রতি পদে পদে তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার আদালত, সংবিধান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলেছে।

আগামী চতুর্থ দফা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হবে বলে বহু আগেই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই সূত্রে চতুর্থ দফায় রেকর্ড পরিমাণ বাহিনী দিয়ে নির্বাচন হতে চলেছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলায় চতুর্থ দফায় আটটি লোকসভা কেন্দ্রে ৭৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কিন্তু ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার লক্ষ্যে সংবিধান এবং আদালতকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো রাজ্য প্রশাসনের কাছে এসবই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পরিণত হবে। নির্বাচনের দুদিন আগে নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরবর্তী এক সপ্তাহ কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে এলাকা মুড়ে দিলেও মানুষের মনে যে ভয় বর্তমান সরকার ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেই ভয় থেকে বেরিয়ে এসে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কঠিন কাজ। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আদালত,সংবিধান বিরোধিতা করেও পার পেয়ে যেতে যেতে মানুষের মনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের এই আহাম্মকি চাল বন্ধ করার আশু দরকার। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণকে যেভাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয় সেই কৃতিত্ব এবং বিশ্বের বৃহত্তম জটিলতম এবং লিখিত সংবিধানের যে মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই মর্যাদা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপকৌশল এর কাছে। সাংবিধানিক নরম দাওয়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রবিরোধী সংবিধান বিরোধী কাজকে থামানো যাবেনা। দরকার কড়া দাওয়াই। রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া সুবিধাভোগী এবং দুর্নীতিবাজদের নিয়ে সংগঠিত অশুভআঁতাত ছিন্নভিন্ন করা যাবে না। অচিরেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে 'ডেমোক্রেসি ইজ বাই দ্যা পিপল, ফর দ্য পিপল...'। যিনি আদালতের রায়কে মানেন না, তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা বালখিল্যতা ছাড়া আর কিছু না। সর্বাগ্রে তিনি যে সমস্ত রায় অমান্য করে চলেছেন, সেগুলো বাস্তবায়নে বাধ্য করানোই এই মুহূর্তে ভারতীয় গণতন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ব্যারাকপুর, যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার সহ গোটা রাজ্যে সুশিক্ষিত বামপন্থীদের রায় কেন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে আসবে

প্রদীপ মারিক

রাজ্যে ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরিয়ে নতুন ভাবে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে হলে বামপন্থীদের, ২০২৪ সালের তাদের প্রদত্ব মতামত ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিতেই হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি'ই কাঁটার মত টক্কর দিতে পারবে রাজ্যের তোলামুলের সঙ্গে সেটা এখনি পারবে না বামপ্রন্থীরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্তিতি বিবেচনা করলে। কারণ তোলামুলের সরকার ভোট লুট করতেই জানে। তারা ভালোভাবেই জানে যতই কাগুজে গর্জন তারা দিক না কেন সাধারণ মানুষের একটাও ভোটও তারা পাবে না। তাই লুট। কেন্দ্রে মোদির সঙ্গে বঙ্গে শুভেন্দুরা কড়া পাহারায়। এর সঙ্গে বাম শিক্ষিত মানুষদের তৈরি থাকতে হবে তাদের আবার পুনরায় বঙ্গের শাসক দল হাওয়ার আগে অন্তত পক্ষে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করা। তার জন্য শিক্ষিত তরুণ থেকে বর্ষীয়ান সমস্ত মানুষদের প্রয়োজন ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে তোলামুলের দলকে চিরতরে বঙ্গ থেকে বিদায়ের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। আমরা ওরা এই রাজনৈতিক বিভাজনই করেছিল তোলামুল পার্টি। সারা বিশ্বে বামপ্রন্থীরা রয়েছে, আর তোলামুল কেমন কেবল একটি আঞ্চলিক দল হিসাবে এই রাজ্যে। তোলামুল লোকসভা ভোটের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বামপন্থী রাজনীতি হলো রাজনৈতিক ভাবাদর্শের একটি পরিসর যেখানে সামাজিক সাম্য ও সমতাবাদ অর্জনকে সমর্থন করা হয় ও দাবি করা হয় এবং প্রায়শই সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিরোধিতা করা হয়। সাধারণত বামপন্থী রাজনীতি সমাজে তাঁদের সঙ্গে জড়িত যাঁরা অন্যের তুলনায় কম পায় বা সুযোগহীন থাকে, সেইসাথে এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে একটি ধারণা জড়িত যে সমাজে অযৌক্তিক বৈষম্য রয়েছে যা হ্রাস বা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। তোলামুল পার্টি বিদায় নিলেই সেই জায়গায় স্থান নেবে শিক্ষিত মার্জিত বামপ্রন্থীরা। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পরেই যদি কোন দল থাকে তা হবে বাম। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে থাকলে এবং সুশিক্ষিত বামপন্থীরা যদি বিরোধী দলে আসে তাহলেই উন্নতি হবে রাজ্যের। তোলামুলের মত এত চুরি রাহাজানি থাকবে না। বামপন্থীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভোটপর্ব মিটে গেলে, বামপন্থীদের দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস উদ্ধারে সাহায্য করবেন। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'যেখানে যেখানে বামপন্থী ভাইদের পার্টি অফিস তৃণমূল দখল করেছে, তারা উদ্ধার করতে না পারলে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি সেই পার্টি অফিস উদ্ধার করে বামপন্থী ভাইদের হাতে তুলে দেবে।' আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা যাতে ভোট নষ্ট না করেন, সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন নিশীথ। দুর্গাপুরের আশিস মার্কেটে চায়ে পে চর্চায় দিলীপ ঘোষ বললেন, 'বাম কংগ্রেসের ২২ শতাংশ ভোট আমরা পেয়েছিলাম। তাই গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে আমরা বহু আসন পেয়েছি।' মোদীজির হাত শক্ত করতে তিনি বামপন্থী বন্ধুদের মোদীর সঙ্গে থাকার কথা বলেন। কারণ মোদিই পারেন শরণার্থীদের স্থায়ী নাগরিকত্ব দিতে। মোদি যা বলেন তাই করে দেখান এটাই মোদির গ্যারান্টি। CAA এর জন্মই হয়েছে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ধারণা থেকে। ভারতীয় জনতা পার্টি তার ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। CAA তে নাগরিকদের আইনি জটিলতা দূর করা, দীর্ঘ দিন ধরে অত্যাচারিত শরণার্থীদের সম্মান জনক ভাবে নাগরিকত্ব প্রদান, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথা বৈশ্বিক পরিচয়কে সুরক্ষিত করা। ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে ভারতবাসীর একমাত্র ভরসার জায়গা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি সরকার মহিলা, যুব সম্প্রদায়, কৃষক এবং গরিব মানুষদের সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। হিন্দিতে এই চারটি শ্রেণির আদ্যক্ষরকে জুড়লে হয় 'জ্ঞান'।

বিজেপির ইস্তাহার সংকল্প পত্র প্রকাশ করে মোদিই গরিব মানুষদের কথা মাথায় রেখে প্রথমেই বললেন, বিনামূল্যে রেশন বণ্টনের প্রকল্প আগামী ৫ বছরের জন্য চালু থাকবে। বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে যাবে বলেও জানান তিনি। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কোনো কিছু বন্ধক না রেখে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।

মোদির প্রতিশ্রুতি বিজেপি সরকারে এলে ১০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০ লাখ করা হবে। সরকার এই ঋণের সুদও কম নেয়। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনায় ৩৮ লক্ষ কৃষক উপকৃত এবং ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকদের কৃষিকাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক বছর তিন কিস্তির মাধ্যমে ৬০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদেরকে প্রধানমন্ত্রীর কিষান সম্মান নিধির যোজনার মাধ্যমে। যুব সম্প্রদায়ের উন্নতি মানেই বিকশিত ভারত। যা উপলব্ধি করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি সরকার গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তুলেছেন, 'টেক-স্যাভি'র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য এমনি উপলব্ধি করেন নরেন্দ্র মোদি। অর্থনীতির ইমেরিটাস অধ্যাপক ব্যারি ক্লার্কের মতে, বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা দাবি করে যে মানব উন্নয়নের বিকাশ ঘটে যখন ব্যক্তিরা সহযোগিতামূলক, পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কে জড়িত থাকে যা কেবল তখনই উন্নতি করতে পারে যখন মর্যাদা, ক্ষমতা ও সম্পদের অত্যধিক পার্থক্য দূরীভূত করা হয়। ধার্মিক নরেন্দ্র মোদি তথা ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করে দেশের উন্নতির জন্য বামপন্থীদের ভাবাদর্শও সমান গ্রহনযোগ্য।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

লোকসভার শেষে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে নির্বাচনে শেষে রবিবার সকাল থেকেই রায়গঞ্জ আসনের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল ও বাম- কংগ্রেসের জোট প্রার্থী আলি ইমরান রামজ কার্যত রিল্যাক্সড মুডে থাকলেও, ব্যতিক্রম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণকল্যাণী ও বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার। এই কেন্দ্রে কৃষ্ণকল্যাণী তাঁর বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করায় খুব শীঘ্রই রায়গঞ্জ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই উপনির্বাচন নিয়েই এদিন থেকেই বিজেপি ও তৃণমূল শিবির সম্ভাব্য নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মিত্রকে এবার বালুরঘাট আসনে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভার প্রার্থী করেছে। ওই আসনেও উপনির্বাচন হতে পারে ধরে নিয়ে এই দুই শিবিরও রেডি হতে শুরু করেছে।

কৃষ্ণকল্যাণী ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতে বিধায়ক হয়ে পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান

করা হয়। লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে কৃষ্ণকল্যাণী তাঁর বিধায়ক ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। লোকসভা নির্বাচন শেষ হতে কৃষ্ণকল্যাণী বিলাসিতার মধ্যে একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেই সম্ভাব্য উপনির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

কৃষ্ণকল্যাণী বলেন, 'আমার নির্বাচন খুব ভালো ভাবে হয়েছে। মানুষ আমাদের বিপুল সমর্থন করেছে। আমি বিপুল ভোটে জিতব। তবে এই নিয়ে রিল্যাক্সড হওয়ার সময় নেই আমাদের। রায়গঞ্জ আসনে যে কোনও দিন উপনির্বাচন ঘোষণা করা হবে। ফলে সেখানেও আমাদের লড়াই আছে। আজকের দিনটা একটু রেস্ট নিয়েই আগামিকাল থেকেই কর্মীরা যাতে আগেরমতোই সক্রিয় থাকেন, সেই ব্যাপারে আজ বৈঠক করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় দলের কর্মী, প্রচারের সে 'সেট আপ' লোকসভা নির্বাচনে সক্রিয় ছিল, তাদের সেইরকমই সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' রায়গঞ্জ শহর ও তার আশপাশের এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্ল্যাগগুলি সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি (উত্তর দিনাজপুর) বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, 'রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় আমাদের রিল্যাক্সড হওয়ার কোনও জায়গা নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। আমরা এই বিধানসভা এলাকার কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলেছি। ২৮ এপ্রিল এই উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে জেলা কার্যালয়ে বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। রায়গঞ্জ লোকসভার পাশাপাশি বিধানসভার উপনির্বাচনেও বিজেপিই জিতবে। ২০২১ সালের নির্বাচনেও কৃষ্ণকল্যাণী বিজেপির সিম্বলকে নির্ভর করেই জিতেছিলেন। আবার তা প্রমাণিত হবে।'

এর পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব মিত্রকে বালুরঘাট আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করে। বিপ্লব মিত্র জিতে সাংসদ হয়ে গেলে ওই আসনেও উপনির্বাচন হবে। বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার জানিয়েছেন, 'এই আসনে সুকান্ত মজুমদার বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। ফলে এই পরিস্থিতি আমাদের এখানে হবেই নুক্ক তবু যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয়, যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জিতে সাংসদ হবে (যার সম্ভাবনা প্রায় নেই)। আমরা হরিরামপুর এলাকায় কর্মীদের তৈরি রেখেছি।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি জানিয়েছেন, 'গতকাল মানুষ দু'হাত তুলে আমাদের প্রার্থীকে আর্শীবাদ করেছেন। এই কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী জিতে সাংসদ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ফলে হরিরামপুর বিধানসভার উপনির্বাচন হবেই। এটা ধরে নিয়েই আমরা কর্মীদের কাজ জারি রাখতে বলেছি। ওই আসনের প্রার্থী ঠিক করা নিয়েও নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা চলছে।'

ঝাড়গ্রামে তৃণমূল বিজেপিকে ভোটপ্রচারে টেক্কা বামপ্রার্থীর !

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে বাম ভোট পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার এবার সোনামণি টুডু। রবিবারের সকালে এই লোকসভা কেন্দ্রের বিনপুর এলাকায় জমিয়ে প্রচার করতে দেখা গিয়েছে সোনামণিকে। কাস্তে হাতুড়ি লাল ঝান্ডা হাতে সকাল ৮টা থেকেই প্রচার শুরু করেন সিপিএম প্রার্থী। কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে এভাবে প্রতিদিনই টানা প্রচারে রয়েছেন তিনি। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি এবং তৃণমূল প্রার্থীর থেকে প্রচারে কোনও দিক থেকে পিছিয়ে নেই সিপিএম।

রবিবাসরীয় প্রচারে প্রথম দফায় সকাল ৮ টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত বিনপুর ১ ব্লকের ১০টি অঞ্চলে বাইক র‍্যালি এবং পায়ে হেঁটে প্রচার করেন সোনামণি। মাঝে ১ঘণ্টা খাবার বিরতি দিয়ে আবার বিকেল ৩টা থেকে ৪.৩০ পর্যন্ত হাড়দা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। এরপর বিনপুর থানাগোড়া বাজারে পথসভায় যোগ দেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা প্রচারে এলাকা চষে সাড়াও পাচ্ছেন সিপিএম প্রার্থী।

বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের গাড়িতে বাধা, স্লোগানের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কৃষ্ণনগরে বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়ের নির্বাচনী প্রচারে বাধা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের। প্রচারের গাড়ির সামনে স্লোগান তৃণমূলের। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। আর এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাজমাতা অমৃতা রায়ের সমর্থনে কর্মী সমর্থকরা মাইক লাগিয়ে প্রচার করছিলেন। এমন সময় বিজেপির প্রচার গাড়ি দেখ মাত্রই পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। একে অপরের বিরুদ্ধে পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হতে থাকে গোটা এলাকা। এরপর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সেখান থেকে প্রচারের গাড়ি নিয়ে চলে যান এবং নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

এ বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির প্রচার সচিব সন্দীপ মজুমদার বলেন, 'রাজমাতা অমৃতা রায়ের সমর্থনে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুটো করে কর্মী সমর্থক প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন। হঠাৎই বিজেপির প্রচারের গাড়ির সামনে হামলে পড়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে শুরু করে তৃণমূল। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্লোগান পালটা স্লোগান দিতে শুরু করে উভয়পক্ষই। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা সহ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির প্রচার থমকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পেরে গিয়েছে, কৃষ্ণনগরে তাদের হার নিশ্চিত আর তাই এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চক্রান্ত চলছে নির্বাচনের আগে। আমরা নির্বাচন কমিশন সহ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি গোটা বিষয়টি নিয়ে।'

বাজি উদ্ধার, আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় ১১৫ কেজির মতো নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনা খানাকুলের নতিবপুর এলাকার।

উল্লেখ্য, খানাকুলের এই নতিবপুরে প্রায় প্রতিটি ঘরেই এই সমস্ত বাজি তৈরি করেন এলাকার বাসিন্দারা। দুর্গা বা কালীপূজা উপলক্ষে এই এলাকার শব্দবাজি ও আতসবাজি উৎকৃষ্ট। এই এলাকার বাজি আশপাশের বেশ কয়েকটি জেলায় রপ্তানি হয়। এছাড়াও বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানেও বছরের বিভিন্ন সময়ে মানুষ জন এই এলাকা থেকে শব্দবাজি ও আতস াজি কিনে নিয়ে যান। অথচ এদের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই বলেই অভিযোগ।

অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে বারবার হানা দেওয়া সত্ত্বেও এই এলাকায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হয়। আর পুলিশও সেই বাজি হানা দিয়ে উদ্ধার করে। নতিবপুর খানাকুলের একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকা। মুন্ডেশ্বরী নদীর তীরেই এই গ্রাম অবস্থিত। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এখনও উন্নতি হয়নি। সেই এলাকা থেকে পুলিশ হঠাৎই গভীর রাতে হানা দেয় ও এই শব্দবাজিগুলি বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার করে। ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের আগে এই বস্তা বস্তা বাজি উদ্ধার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি খানাকুলের মানুষ।

অপরদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ এখানকার চুয়াডাঙা এলাকায় হানা দিয়ে এক দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে পুলিশ একটি দেশি পাইপ গান ও কিছু কার্তুজ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুষ্কৃতীর নাম অঞ্জন বেরা। বয়স ২৭। তিনি শনিবার রাতে একাই ইতস্তত ভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন এই এলাকায়। পুলিশ খবর পেয়ে এই এলাকায় হানা দেয়। তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। রবিবার তাঁকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

হলফনামায় সম্পত্তির খতিয়ান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলফনামায় সম্পত্তির খ তিয়ান দিয়েছেন সম্প্রতি। হলফনামায় দেওয়া তথ্য বলছে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আয় করেছেন ৪ কোটি ৩২ লাখ ৬৩ হাজার ২৬৬.০৯। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কল্যাণের আয় ৪ কোটি ৩২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৪৪, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৯৯ হাজার ১২৩, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কল্যাণের আয় ২ কোটি ১২ লাখ ১৬ হাজার ৩৬৯ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে তিনি আয় করেছিলেন ৩ কোটি ৭৯ লাখ ৩৭ হাজার ৮২০ টাকা।

এদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ২ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩০, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আয় করেছেন ২ লাখ ৬০ হাজার ২৫০ টাকা। হলফনামা জমা দেওয়ার সময় কল্যাণের হাতে রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। ২০২১ সালে একটি গাড়ি কেনেন কল্যাণ যার দাম ২২ লাখ ৬৭ হাজার ৪২৭, ২০১৪ সালে তিনি একটি গাড়ি কেনেন, যার দাম ৪ লাখ ৪১ হাজার। তাঁর সোনার পরিমাণটাও চোখ কপালে তোলার মতো। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সোনার আংটি রয়েছে ২৫০ গ্রাম, যার মূল্য ১৫ এপ্রিলের নিরিখে ১৫ লাখ।

অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রীর কাছে সোনার গয়না রয়েছে ৪০০ গ্রাম। যার মূল্য সংশ্লিষ্ট দিনের নিরিখে ২৪ লাখ। কল্যাণের বই রয়েছে ১ কোটি টাকার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার

টাকা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৪ কোটি ২০ লাখ ১৭ হাজার ৯৩৫ টাকা। তবে ১৩ লাখ ৬০ হাজার ৩৯৮ টাকার ঋণও রয়েছে কল্যাণের। তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পদ রয়েছে ১৩ লাখ ১০ হাজার এবং অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ২ কোটি ৭১ লাখ ৪১ হাজার ৫৩৬ টাকা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর হাতে কোনও নগদ এই সময়ে নেই। উল্লেখ্য, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে অব্যবস্থার অভিযোগ, প্রতিবাদে ক্ষোভ কামারপুকুর কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রবিবার ছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ উঠল গোঘাটের কামারপুকুরের শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ তথা কামারপুকুর কলেজের বিরুদ্ধে। এদিন কামারপুকুর কলেজে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান অভিভাবক অভিভাবকেরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পরীক্ষা চললেও কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের জন্য সুব্যবস্থা করেনি। পর্যাপ্ত পানীয় জল ও ওআরএসের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও তা কলেজ কর্তৃপক্ষ করেনি বলে অভিযোগ। এমনকি লোডশেডিং হলে জেনারেটরের ব্যবস্থা করার কথা ছিল কিন্তু তাও করা হয়নি বলে জানা যায়। এইজন্য ব্যাপক সমস্যায় পড়ে পরীক্ষার্থীরা।

প্রচণ্ড গরমে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপরেই খুবই ফেটে পড়েন অভিভাবকেরা। জানা গিয়েছে, এই দাবদাহের মধ্যেই পরীক্ষা হবে বলে ঘোষণা করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। তবে গরমে যাতে ছাত্র ছাত্রীদের অসুবিধা না হয় সেই জন্য নির্দিষ্ট গাইড লাইন দেওয়া হয় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় সকাল ১১টা। এই সময় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা অর্থাৎ গণিতের পরীক্ষা চলবে ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা পরীক্ষা হবে দুপুর দুটো থেকে, চলবে চারটে পর্যন্ত।

বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল গরমের কারণে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে পর্যাপ্ত জল, ওআরএসের ব্যবস্থা থাকবে এবং লোডশেডিং হলে সব কেন্দ্রে থাকবে জেনারেটর। এই বিষয়ে দিলীপ প্রতিহার নামে একজন অভিভাবক বলেন,'চরম অব্যবস্থার মধ্যে পরীক্ষা হচ্ছে। পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। আমাদেরও কলেজের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। টিফিন পৌঁছে দিতে পারা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গরমে ছাত্রছাত্রীরা জল খেতে পারছে না। প্রশাসনের দেখা নেই।' যদিও এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করেনি।

কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে যোগ তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে ফের ভাঙন কংগ্রেস এবং সিপিএম জোটে। ওই দুই দলের পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৫০০ কর্মী ও সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে। রবিবার মালদায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সভার প্রাক্কালে রতুয়ায় তৃণমূলের এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার আগেই উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়ার চাঁদমনি এবং সম্বলপুর এলাকার পাঁচজন কংগ্রেস ও সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য সহ শতাধিক দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিয়েই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত হন। এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রতুয়ার বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখোপাধ্যায় সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে তৃণমূলের যোগদানকারী নেতাকর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে আসা যোগদানকারীরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে সামিল হতে এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে কাজ করার জন্য তাঁরা এই যোগদান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে এদিন সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে আশা পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৫০০ জন কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান দিয়েছেন।

যদিও এ ব্যাপারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম বলেন, 'এদিনের এই যোগদান কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু জানা নেই।'

লকেটের নির্বাচনী ফ্লেক্স, পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচনী ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গুর ২ নং পঞ্চায়েতের কালুরায়তলা এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে সিঙ্গুর থানায়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া একাধিক নির্বাচনী ফ্লেক্স রবিবার সকালে স্থানীয় একটি পুকুরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশাপাশি দলীয় পতাকাও পুকুর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, সিঙ্গুরের আনন্দনগর পঞ্চায়েতের ছয়ানী মন্দিরতলা এলাকায় বিজেপির একাধিক ফ্লেক্স, পতাকা ছিঁড়ে তা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তারাপদ ঘোষ। এরপরই এই ঘটনার

প্রতিবাদে দুষ্কৃতী বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দাবিতে সোচ্চার হয়েছে বিজেপি।

পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গে সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি ১ মণ্ডলের সভাপতি তারাপদ ঘোষ দাবি করেন, 'শনিবার রাতে সিঙ্গুরের কালুরায়তলা এলাকায় ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দনগর পঞ্চায়েতে একই ভাবে সমস্ত ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।'

এরপরই ঘটনাস্থলে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়। পরিদর্শন করে তিনি বলেন, 'তৃণমূল চিরাচরিত ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মানুষ যখন ঘুমায় তখন ওরা ডাকাতি করতে বের হয়। শনিবার রাতে তৃণমূলের মস্তানরা এসে এগুলো ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এরা মানুষের মনকে তো ফেলতে পারবে না। সিঙ্গুরের মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করতে শুরু করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে।' যদিও পালটা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওরা নিজেরাই নিজেদের ফ্লেক্স ব্যানার ছিঁড়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ পাচ্ছে ওদের। এটা ঠিক নয়। আমাদের দলের এটা কালচার নয়।'

শান্তিপুরের প্রদর্শনীতে ওড়িশার পটচিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শান্তিপুরের প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেল ওড়িশার পটচিত্র। শান্তিপুরের কলাতীর্থে রবিবার শেষ হল দু'দিনের একক পটচিত্র প্রদর্শনী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী হিরণ মিত্র।

অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হিরণ মিত্র বলেন, 'আমার মনে হয় ভারতীয় চিত্রশিল্পের আত্মাকে বুঝতে গেলে এই পটচিত্র বিষয়টাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। শুভশ্রীর আঁকায় রয়েছে অপরিসীম ধৈর্য্য। যেটা এই ধরনের ট্র্যাডিশনাল কাজের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন।' তাঁর আরও সংযোজন, 'বেশ কিছু কাজে ওঁর নিজের ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন

পাওয়া গেল যা আমাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে।'

প্রায় দু'শো পটচিত্রপ্রেমী মানুষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিবশঙ্কর দাস, প্রবর্তক সেন, সোনা শর্মা, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোহিনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অনিন্দ্য মোদক। উল্লেখ্য, প্রদর্শনীতে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, পতিতপাবন জগন্নাথ দেব, পঞ্চমুখী গণেশ, পটচিত্রে সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি, পটচিত্রে পত্র ইত্যাদি চিত্রগুলি দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করানো হয়।

ওড়িশার পটচিত্র নিয়ে কেন শান্তিপুরের মতো মফঃস্বলে পটচিত্র প্রদর্শনী? এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রকর শুভশ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ছোট থেকেই ছবি আঁকলেও বিবাহসূত্রে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে যাওয়ার পর ওখানকার পটচিত্রের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় আমার। তাই আজকের প্রদর্শনী। ওড়িশার পটচিত্রের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ আছে, সেই কাজগুলোই আমি আমার সাধ্যমতো এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি এর ফলে, যাঁরা আঁকতে ভালোবাসেন তাঁদের ওড়িশার পটচিত্রের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে।'

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ১৩ মে ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ৩১ মে ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩ জুন ২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৮,৫০,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ১৬.০৫.২০২৪ থেকে ২২.০৫.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **৩১.০৫.২০২৪** এবং **ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ০৩.০৬.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
তারিখ : ২৯.০৪.২০২৪
স্থান : রুরকি
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com
মোবাইল : ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

SBI
শাখা-স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.০৫.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৫.০৫.২০২৪** তারিখে **২৬,০৯,৮৭৩.৯০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ নয় হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - ঋণগ্রহীতা: **শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহান** পিতা- রাজদেব চৌহান ৮সি, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, শিবতলা মাঠ, কলকাতা- ৭০০০৪৬ **এবং** প্রেমিসেস নং ৩/১, ২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট -২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পোস্ট- গোবিন্দ খটিক রোড, থানা- তোপসিয়া, কলকাতা- ৭০০০৯৪৬ **এবং** ৮৯এ, এজেসি বোস রোড, এন্টালি মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০১৪-এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে: **২৮,৪৬,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে: **২,৮৪,৬০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মুল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
জি+৪ বহুতল ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে দ্বিতীয় ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৬৭০ বর্গফুট সুপার-বিল্ট আপ এলাকা এবং ১ বেড রুম, ১ ড্রয়িং স্পেস, ১ রান্নাঘর, টয়লেট এবং ১ বারান্দা সমন্বিত, উক্ত ফ্ল্যাটটি বাস্তু জমি ৭ কাঠা ৩১ বর্গফুট পরিমাপের উপর অবস্থিত ৩/১১ হিঙ্গান জমাদার লেন, পোস্ট- গোবিন্দ খটিক, থানা- তোপসিয়া, কেএমসি এর সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০৫৯, বোরো- ৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-১২-০০৬৯-০, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত এবং বরাবর উল্লিখিত ফ্ল্যাটে আনুপাতিক এবং অবিভাজ্য শেয়ার সহ সমস্ত সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ যা বই ১, ভলিউম নং ১৬০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ১৩৪৯৩৯ থেকে ১৩৪৯৭০ -এ নিবন্ধিত স্বত্ব দলিল নং ২০১৯ সালের ১৬০৩০৪১১৯। সম্পত্তিটি শ্রী মহেন্দ্র প্রতাপ চৌহানের নামে আছে, পিতা- রাজদেব চৌহান। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' ফুট চওড়া কেএমসি লেন, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ২এ, হিঙ্গন জমাদার লেন, পূর্ব- হিঙ্গন জমাদার লেন, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৩, হিঙ্গন জমাদার লেন দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ- ০৮.০৫.২০২৪ | **প্রতীকী দখল** | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৫৮২/ডিকেএম, যোগাযোগ নং- ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গোঘাটে বিজেপি নেতার মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দাপুটে বিজেপি নেতার বাড়িতে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করার পাশাপাশি বিজেপি বিধায়কের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভোট প্রার্থনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগকে এদিন বিজেপির পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের বাড়িতে দেখা যায়। তিনি বিমানবাবুর মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন এবং ভোট প্রার্থনা করেন। বিমান ঘোষ আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক। তাঁর হাত ধরেই আরামবাগ লোকসভায় বিজেপির নির্বাচন পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তার 'জাদু'র ছোঁয়াতেই বিজেপি আরামবাগ মহকুমায় চারটে বিধানসভা জয় লাভ করে। এইরকম এক বিজেপির নেতার

বাড়িতে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে দেখা যাওয়ায় এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতুহল জাগরিত হয় এবং চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে।

যদিও এটি সৌজন্যের রাজনীতি বলে মনে হলেও, গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদারের মাস্টার স্ট্রোক বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। রবিবার সকাল বেলা মন্দিরে পুজো দিয়ে তৃণমূল নেতা মানস মজুমদার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মিতালি বাগকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচারে বের হন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা সহ অসংখ্য কর্মী সমর্থক। মানস মজুমদার গোঘাটের বিধায়ক থাকাকালীন বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেন এবং তিনি জানেন কী ভাবে ভোটের রাজনীতি করতে হয়। গোঘাটে তৃণমূলের পালে হাওয়া দিতে উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে ভোট প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এদিন তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিজেপি নেতার বাড়িতে ভোটপ্রচার করে মাস্টার স্ট্রোক দেন। এলাকার মানুষ ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল তৃণমূল নেতা মানস মজুমদারের ভোট কৌশলকে স্বাগত জানান।

এই বিষয়ে মানস মজুমদার বলেন, 'গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সকলের বাড়িতেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ভোটপ্রচার করবেন। বিজেপি নেতা বিমানবাবুর বাড়িতেও তাই ভোটপ্রচার করা হয়। ওঁর মা প্রবীণ ব্যক্তি। ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ জয়যুক্ত হবেন।' এলাকার বহু মানুষ এদিন ভোটপ্রচারে সামিল হয়েছেন বলে জানান মানসবাবু। প্রার্থী মিতালি বাগ বলেন, 'সকলের বাড়িতেই ভোটপ্রচার করা হচ্ছে। তাই ওঁর বাড়িতেও আমরা গিয়েছিলাম।'

অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'এটা সৌজন্যের রাজনীতি। বিজেপি সৌজন্যের রাজনীতি জানে। তাই উনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির সকল সদস্য তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে শুধু আমার পরিবার নয় আমাদের গ্রাম এবং পুরো আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ তৃণমূলকে এই নির্বাচনে একটাও ভোট দেবে না। তৃণমূলের দুর্নীতি ও চাকরি চোরেদের চিনে গিয়েছে মানুষ। আরামবাগের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি করতে পারে।' সবমিলিয়ে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ বিজেপি নেতার বাড়িতে ভোটপ্রচারকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে।

আসানসোলে উপনির্বাচন, পঞ্চায়েত তৃণমূল সন্ত্রাসে পাণ্ডবেশ্বরে জিতলেও এবার সফল হবে না, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন, পঞ্চায়েত সব নির্বাচনে তৃণমূল সন্ত্রাস করে পাণ্ডবেশ্বরে জিতেছে। তবে এবার তৃণমূল সফল হবে না বলে দাবি করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কনভেনার রূপক পাঁজা।

প্রসঙ্গত, বিজেপির প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পাণ্ডবেশ্বরে। এলাকায় সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করছে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপি নেতার। অপরদিকে তৃণমূল জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, বিজেপি হালে পানি পাচ্ছে না, সে কারণেই নানান ভাবে গিমিক ছড়াচ্ছে। তিনি বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না।'

১৩ মে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। প্রচারে ব্যস্ত শাসক-বিরোধী সব পক্ষ। প্রচারকে ঘিরে মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। শনিবার এরকমই অভিযোগ উঠল পাণ্ডবেশ্বরে। এদিন বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিভিসি পাড়ায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনের ভোটপ্রচারে আসেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দিলীপ দে। কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন। সে সময় সেখানে উপস্থিত হন কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। ভোটপ্রচারে দিলীপবাবু সহ বিজেপি কর্মীদের তাঁরা বাধা দেন বলে অভিযোগ।

সেই সময় উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করেন এতদিন কোথায় ছিলেন? ভোটের সময় কেন এসেছেন, ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা, আবাস যোজনার টাকা কেন আটকে রেখেছেন? আগে জবাব দিন। ইচ্ছাকৃত ভাবে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার জন্যই তৃণমূল কর্মীরা এ কাজ করেছে বলে অভিযোগ বিজেপির। দলের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কনভেনার রূপক পাঁজা রবিবার বলেন, 'আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন সব নির্বাচনে তৃণমূল সন্ত্রাস করে পাণ্ডবেশ্বরে জিতেছে। এবারও তাঁরা সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে। সেই কারণেই আমাদের নেতা কর্মীদের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তবে এবার তৃণমূল সফল হবে না।' মানুষ এর জবাব দেবে বলে দাবি করেন রূপকবাবু।

বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিভিসি পাড়ার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মধু ঘোষের দাবি, বিজেপি বহু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে না। তাই শনিবার স্থানীয় মহিলারা বিজেপি নেতা কর্মীদের সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তর দিতে না পারার কারণে মহিলারাই বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেন মধুবাবু।

প্রচারে বিক্ষোভের মুখে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খণ্ডঘোষ বিধানসভায় প্রচারে আসেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ, এদিন পোলেমপুর মন্দিরে পুজো দিয়ে হুডখোলা গাড়িতে প্রচার শুরু করেন তিনি। কামালপুর মাঝপাড়া এলাকায় তাঁর গাড়ি পৌঁছতেই বিজেপির কিছু কর্মী সমর্থক ও এলাকাবাসী তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ গাড়ি থেকে নেমে পড়েন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সেই সময় হুডখোলা গাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা ওন্দা বিধানসভার বিধায়ক অমরনাথ শাখা ও ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর সৌমিত্র খাঁ সাংসদ থাকাকালীন কখনও তাঁদের গ্রামে আসেননি, গ্রামের রাস্তার বেহাল অবস্থা, গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা যায় না, গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসা করাতে যেতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় তাঁদের। বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এখন ভোটের সময় প্রচার করতে এসেছেন তিনি। তাই আর কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁরা শুনতে চান না। এদিন পোলেমপুর থেকে কেলেটি পর্যন্ত প্রচারের কথা থাকলেও এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রচার বন্ধ রেখে মাঝপথেই সৌমিত্র খাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়।

এই ঘটনার পর সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তিনি দাবি করেন, গত দশ বছরে এলাকার মানুষ তাদের সাংসদকে চোখে দেখেননি। এমনকি দলের কর্মীরাও সাংসদকে দেখতে পাননি। তাদের ফোন পর্যন্ত ধরেননি বিদায়ী সাংসদ। যার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে খুব বেশি হলে জল এবং ভালো রাস্তার দাবি করেছিল। বিদায়ী সাংসদ তার ছিটেফোঁটা কাজও করেননি নিজের এলাকায়। মানুষকে বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতেছেন। কিন্তু মানুষ আর প্রতিশ্রুতি শুনতে চায় না। যার কারণে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খণ্ডঘোষের ব্লক সভাপতিকে 'টেররিস্ট' আখ্যা সৌমিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের ব্লক সভাপতিকে টেররিস্ট আখ্যা দিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। পালটা প্রতিক্রিয়া দিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম।

এদিন পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের শাঁখারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোলেমপুর এলাকা নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। প্রচারে বেরিয়ে তিনি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান। মানুষ মোদিজিকে, বিজেপিকে চাইছেন বলে দাবি সৌমিত্রর। বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে নিজের জয়লাভের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তিনি। আগামী দিনে আরও কাজ করতে হবে বলে জানান তিনি। হিন্দু মন্দিরের চামড়ার বেল্ট পরে যাওয়ার কারণে সৌমিত্রর বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করার অভিযোগ এনেছেন একই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। সেক্ষেত্রে নিজের ভুল কার্যকর স্বীকার করে নিয়েছেন সৌমিত্র। চামড়ার বেল্ট পরে মন্দিরে যাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি। তবে যারা হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের মত, নমাজ কিংবা জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে গালাগালি বলার মতো কাজ তাঁরা করেন না বরং অন্য ধর্মকে সম্মান দেন বলে জানান সৌমিত্র।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বোমা-গুলি-বারুদ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে সৌমিত্র জানান, সারা রাজ্যের মতো খণ্ডঘোষের উখরিদ সহ বিভিন্ন এলাকায় সনাতনী হিন্দুদের মহিলাদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। বোমা পাওয়া যাওয়ার বিষয়টিকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বলে উল্লেখ করেন তিনি। নাম না করলেও খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলামকে পুরোপুরি টেররিস্ট আখ্যা দেন সৌমিত্র।

সৌমিত্র খাঁর পালটা জবাব দিয়েছেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি বোমাবারুদ রেখে শুটিং করছে। কোনও জায়গাতেই জিততে পারবে না বলে ভয় পেয়ে গিয়েছে তারা। সারা ভারতে ১০০ পেরতে পারবে না বিজেপি। আবার হাইকোর্টের কী রায় হবে সেটাও বলে দিতে পারে তারা এমনটাই দাবি অপার্থিব ইসলামের। পাশাপাশি সন্দেশখালির ঘটনাকে সাজানো ঘটনা বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মিঠুনের রোড শোয়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ধস্তাধস্তির অভিযোগ

ক্ষমা চাইলেন অভিনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মিঠুনের রোড শোয়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার অভিযোগ মহিসিলা বটতলা বাজারে। রবিবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়ার সমর্থনে বুধা মাঠ থেকে গড়াই রোড হয়ে মহিসিলার বটতলা বাজার পর্যন্ত রোড শো হওয়ার কথা ছিল। বুধা মাঠে হেলিকপ্টার করে নেমে সেখান থেকে রোড শো শুরু করেন। মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখার জন্য রোড শো শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে রাস্তার দু'ধারে উৎসাহীরা ভিড় করেন।

কিন্তু বটতলা বাজার যেখানে রোড শো শেষ হওয়ার কথা তার কিছুটা আগেই হুডখোলা গাড়ি থেকে অন্য চার চাকা গাড়িতে চেপে যান মিঠুন। কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষারত মানুষ বারবার আবেদন করলেও মিঠুন গাড়ির বন্ধ কাঁচ না খুলে এলাকা ছেড়ে চলে যান বলে দাবি। তারপরই সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। আরও দাবি, তাঁদের ক্ষোভের কথা সংবাদমাধ্যমকে বলতে গেলে পিছন থেকে বিজেপি কর্মীরা স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভকারীদের আওয়াজ বন্ধ

করার চেষ্টা করেন। আর এই ঘটনার পর বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরে উভয়পক্ষের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনা সম্পর্কে বিজেপির বক্তব্য, বিক্ষোভকারীরা বামপন্থী। ইচ্ছে করে অশান্তি পাকাবার চেষ্টা করেছে। মিঠুন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই এলাকার জনগণের উদ্দেশে ক্ষমা চেয়ে নেন। হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করায় তিনি প্রচার গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হন বলে জানান।

কর্মীদের সঙ্গে মুড়ি খেয়ে রবিবাসরীয় প্রচারে বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাত সকালেই রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় বাঁশের মাচায় বসে দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে বসে জমিয়ে মুড়ি খেয়ে রবিবাসরীয় ভোটপ্রচার সারলেন বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনার ফাঁকে সেরে নিলেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও। আর সবশেষে দলের ঘোষিত কর্মসূচি চায়ে পে চর্চার ঢঙে বসালেন মুড়ির আড্ডা।

বাঁকুড়া লোকসভায় ষষ্ঠ দফায় ২৫ মে নির্বাচন। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই একদিকে যেমন প্রকৃতির উত্তাপ বাড়ছে, তেমনই প্রচারের তেজ বাড়াচ্ছে ডান বাম সব দল। প্রবল গরমেও ভোটপ্রচারে খামতি রাখছেন না কেউ। এদিন সাত সকালেই দলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া পুয়াবাগান মোড়ে পৌঁছে যান সুভাষ সরকার। সেখানে আম গাছের ছায়ায় বাঁশের মাচায় দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে বসে পড়েন সুভাষ সরকার। আলোচনার ফাঁকেই শালপাতার ঠোঙায় চপ, বেগুনি, শসা, পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে জমিয়ে মুড়ি খান সুভাষ সরকার। মুড়ি খাওয়ার সঙ্গেই চলতে থাকে রাজনৈতিক আলোচনা। মুড়ির আড্ডায় বসে এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও সেরে ফেলেন সুভাষ সরকার।

পেশায় চিকিৎসক সুভাষ সরকারের দাবি, এই গরমে শরীর থেকে ঘামের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে নুন বের হয়ে যাওয়ায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই গরমে তাই মুড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যকর। আর তাছাড়া বাঁকুড়ার মানুষ জলখাবারে মুড়ি খাওয়াই পছন্দ করে। নিজে বাঁকুড়ার মানুষ হওয়ায় তাঁরও মুড়িপ্রীতি রয়েছে। আর তাই প্রচার, জনসংযোগ ও রাজনৈতিক কাজের মাঝে মাঝেই এভাবে তিনি বসে পড়ছেন মুড়ির আড্ডায়।

ফিরিয়ে দাও খেলার মাঠ বিক্ষোভে নবীন-প্রবীণরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গঙ্গাজলঘাটির কেন্দ্রবোনা গ্রাম কোনও একদিন বা দু'দিন নয় দীর্ঘ ৭০ বছর থেকে ৮০ বছর ধরে সবুজ বনানী ঘেরা মাঠে শরীরচর্চা চলে আসছে দশটি গ্রামের বাসিন্দাদের। হঠাৎ করে এক লহমায় কেউ বা কারা মাঠ জবর দখল করে শুরু করেছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তারপরেই মাঠ বাঁচানোর তাগিদে আন্দোলনে নেমে পড়লেন এলাকার নবীন থেকে প্রবীণ সব সম্প্রদায়ই। ঘটনাটি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কেন্দ্রবোনা গ্রামের। আজ দীর্ঘ কয়েক প্রজন্ম ধরে ওই মাঠ এলাকার বাসিন্দাদের প্রাণবায়ু প্রদান করে আসছে। নিয়মিত ওই মাঠেই চলে প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের বাসিন্দাদের খেলাধুলো সহ বিভিন্ন শরীরচর্চার অনুশীলন। ওই মাঠে শরীরচর্চা করে আশপাশের বেশ কয়েকটি যুবক প্রতিরক্ষামূলক দপ্তরে চাকরিও পেয়েছেন। এমনকি ওই মাঠে একাধিক সরকারি উদ্যোগে খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও দাবি গ্রামবাসীদের। কিন্তু কী এমন হল ওই মাঠ জবর দখল করে নির্মাণ শুরু করলেন একদল প্রোমোটার। অভিযোগ, এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল নেতা জোর করে এই মাঠ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, শাসকদলের মাথা পর্যন্ত রয়েছে, তাঁদের এই কাজে মদত জোগাচ্ছে।

সিএএ বিরোধী প্রচারের দাবি, বিজেপি কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে মানিক ফকিরের সংগঠনের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চাতে শনিবার রাতে দলিত আদিবাসী মাইনরিটি আন্দোলন লিগের (দামাল) পক্ষ থেকে সিএএ বিরোধী প্রচার করা হচ্ছিল। সিএএতে আবেদন করলেই খতম,আবেদন করবেন না এমনই প্রচার চালানো হচ্ছিল সংগঠনের পক্ষ থেকে। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মী প্রতিবাদ জানিয়ে মাইক বন্ধ করতে বলেন। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল তর্কাতর্কি। গাড়ির মাইক বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালান যুবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগদা থানার পুলিশ। কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই বিষয়ে (দামাল) দলিত আদিবাসী মাইনরিটি আন্দোলন লিগ সংগঠনের কর্তা মানিক ফকির জানিয়েছেন, 'সিএএ নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে সত্যি কথা প্রচার করতেই বিজেপির লোকজন এসে মাইক বন্ধ করতে বলে। আমাদের দিকে তেড়ে আসে। আমরা এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' অন্যদিকে প্রতিবাদী বিজেপি নেতা তন্ময় হালদার জানিয়েছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের দালালি করার জন্যই এই ধরনের প্রচার করা হচ্ছে। একটা আইনের বিরুদ্ধে এমন ভাবে প্রচার করে কী করে। আমরাও অভিযোগ জানাব।

বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার জানিয়েছেন, 'দামাল নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে সিএএ নিয়ে প্রচার করছিল। সেখানে বিজেপি আশ্রিত কয়েকজন তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছে এর। প্রতিবাদ করে ধিক্কার জানাই আমরা। তৃণমূলের সম্পর্কে বিজেপি এই ধরনের কথাবার্তা বলে কোনও লাভ নেই।'

রাজ্যে চোরেদের সরকার চলছে, মন্তব্য বিজেপির অসীম সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সারা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। তার মধ্যেই চলছে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার। তীব্র দাবাদহের হাত থেকে একটু হলেও রক্ষা পেতে সকাল-সকাল নির্বাচনী প্রচার সেরে নিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী কবিয়াল অসীম সরকার। রবিবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুর পঞ্চায়েতের সমুদ্রগড়ে সকাল সাড়ে আটটা থেকে প্রচার সারলেন বিজেপির প্রার্থী অসীম সরকার। এদিন প্রথমেই নসরতপুর ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা প্রার্থী অসীম সরকারকে ফুলের মালা ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সমুদ্রগড় গণেশচন্দ্র তাঁত কাপড় হাটে গিয়ে জনসংযোগ সারেন। হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের সঙ্গেই তিনি সেরে নেন সৌজন্য সাক্ষাৎকার। সেখানকার তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলেন। শুনে নেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এবং তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি। এরপর তিনি হাটশিমলা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেন এবং সেই এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন তিনি বিরোধীদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'রাজ্যে চোরেদের সরকার চলছে এবং সেটা মানুষ বুঝে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করতে গিয়ে বোঝা যাচ্ছে মানুষ আর এই চোরদের চাইছে না। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে তা বুঝিয়ে দেবেন।'

সিপিএম প্রার্থী নীরব খাঁর জন্য ছাত্র যুবদের সাইকেল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ওষুধের দাম কমানোর দাবি নিয়ে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের মনোনীত সিপিএম প্রার্থী নীরব খাঁর সমর্থনে রবিবার সাইকেল মিছিল করল বাম ছাত্র যুব সংগঠন।

রবিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে বর্ধমানের রসুলপুরের দোলুই বাজার হাইরোড থেকে সাইকেল মিছিল শুরু হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ছাত্র যুব মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে, এই কর্মসূচির আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। মিছিলটি দোলুই বাজার, রসুলপুর, বিনয় পল্লি, নিমো, তাতারপুর, চেক পোস্ট, বামুনপাড়া মোড়, মেমারি স্টেশন বাজার, কৃষ্ণ বাজার হয়ে, চকদিঘি মোড় লরি ইউনিয়ন অফিসের কাছে শেষ হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেমারি ১ পশ্চিম যুব সেক্রেটারি তন্ময় মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসএফআই সভাপতি সবুজ ভক্ত, যুবর জেলা কমিটির সদস্যা অন্তরা দত্ত ও শেখ রউফ সহ অন্যান্যরা। মেমারি ১ পশ্চিম যুব সেক্রেটারি তন্ময় মণ্ডল বলেন 'এদিন বামেরা ফের শাসকের চক্ষুশূল হতে শুরু করেছে। তাই প্রতিনিয়ত বামেদের শান্তিপূর্ণ মিছিল বা কর্মসূচির ওপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশকে আক্রমণ করতে হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছেন তরুণ কর্মীরা। শনিবার কলকাতার করুণাময়ীর ঘটনা তারই প্রমাণ। শাসকের এই অতি সক্রিয়তাই প্রমাণ করে তারা কতটা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি শাসকের দুর্নীতি এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়েছেন। এই সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি তো হয়নি, উপরন্তু রাজ্যে বন্ধ হয়েছে ৮ হাজার ২০৭টির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অবিলম্বে এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য বামেরা সর্বাত্মক ভাবে মানুষের জন্য লড়াই করছে এবং আগামী দিনেও করবে।'

বিজেপি ও জোট মিলে ২২৫টির বেশি আসন পাবে না, দাবি শত্রুঘ্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রবিবার বিকেলে পাণ্ডবেশ্বরের পরাশকোল গ্রামে তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচনী জনসভা করা হয়। সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, দলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যরা। জনসভার শেষে সাংবাদিকদের একাংশের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রার্থী।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার আসানসোল ও কুলটিতে আমার সমর্থনে দু'টি জনসভা করেছেন। এজন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়কালে দেশের সেরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী, শ্রেষ্ঠ প্রশাসক উনি।' এইবার ৪০০ পার বিজেপির এই স্লোগান সম্পর্কে বলেন, 'বিজেপির এই আশা পূরণ হবে না। বিজেপি ও তাদের জোট মিলে ২০০ থেকে ২২৫টির বেশি আসন পাবে না।'

ধর্ম নিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি মন্দির মসজিদের বিরুদ্ধে নই। তবে আমরা রোটি, কাপড়া মকানের কথা বলি কারণ এগুলি মানুষ এর প্রয়োজন। চাকরি, শিল্পের প্রয়োজন। বিজেপি এইসব আসল ইস্যুগুলি থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘোরাতেই ধর্মের প্রসঙ্গটি তুলে আনে।' রাজ্য সহ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী, যোগী আদিত্যনাথ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতাদের আসা-যাওয়া প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'ভোটপ্রচারে যে কেউ আসতেই পারেন, তবে বাংলায় তাঁদের কোন লাভ হবে না।'

মণিপুরে জঙ্গি হানায় শহিদ জওয়ানকে চোখের জলে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদের দেহ পৌঁছল বাঁকুড়ার পাঁচালের বাড়িতে। জনস্রোতের চোখের জলে শেষ বিদায় শহিদকে।

মণিপুরে জঙ্গি হামলায় নিহত আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানের দেহ পৌঁছল বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামের বাড়িতে। শনিবারই অরূপ সাইনি নামের ওই জওয়ানের দেহ বিমানে আনা হয় কলকাতায়। রবিবার সকালে কফিনবন্দি দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর পাঁচাল গ্রামের বাড়িতে। সেখানে তাঁর কফিনে শেষ শ্রদ্ধা জানান বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। চোখের জলে শহিদকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় এলাকার হাজার হাজার মানুষ।

শুক্রবার রাতে মণিপুরের বিষ্ণুপুরের নারানসেনায় কুকি জঙ্গিদের হানায় সিআরপিএফের হেড কনস্টেবল অরূপ সাইনি সহ দুই সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। জঙ্গি হামলায় অরূপ সাইনির মৃত্যুর খবর শনিবারই এসে পৌঁছয় বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামে তাঁর বাড়িতে। তারপর থেকেই কার্যত শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা গ্রাম। চোখের জলে শুরু হয় অরূপ সাইনিকে শেষবার চোখে দেখার জন্য গ্রামবাসীদের প্রতীক্ষা।

শনিবারই বিশেষ বিমানে তাঁর কফিনবন্দি দেহ পৌঁছয় কলকাতায়। সেখান থেকে রবিবার সকালে সিআরপিএফের কর্মী আধিকারিকরা অরূপ সাইনির দেহ নিয়ে যান সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামে। গ্রামের বাড়ির অদূরেই তৈরি ছিল মঞ্চ। সেই মঞ্চকে ঘিরে সকাল থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান। সকাল সাতটা নাগাদ শহিদের কফিনবন্দি দেহ আনা হয় মঞ্চে। সেখানে শহিদের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি সহ রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

‘আমরা সংরক্ষণ বিরোধী নই’ বার্তা আরএসএস প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: লোকসভার রণাঙ্গনে সংরক্ষণ ইস্যুতে তরজায় মেতেছে শাসক-বিরোধী দুই শিবির। সম্প্রতি কংগ্রেসকে তোপ দেগে নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিয়েছেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিয়ে আম্বেদকরের পিঠে ছুরি মেরেছে কংগ্রেস। পাশাপাশি বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি ও আরএসএসের এজেন্ডা হল সংরক্ষণ তুলে দেওয়া। এহেন টালমাটাল পরিস্থিতিতেই এবার সংরক্ষণের সমর্থনে বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি জানালেন, ‘সংঘ কখনও সংরক্ষণের বিরোধিতা করেনি। এবং সংঘ মনে করে, ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ দেওয়া উচিত যতদিন সেটা প্রয়োজন।’ রবিবার হায়দরাবাদে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মোহন ভাগবত বলেন, ‘সংরক্ষণ নিয়ে আরএসএসের বিরোধিতা করে কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে, আমরা সংরক্ষণের বিরোধী, কিন্তু প্রকাশ্যে একথা বলি না। আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই সব দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। সংঘ পরিবার কিছু সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কখনও বিরোধিতা করেনি। এবং সংঘ মনে করে সংরক্ষণ ততদিন পর্যন্ত দেওয়া উচিত, যতদিন পর্যন্ত তা প্রয়োজন।’ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোহন ভাগবতের এই মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্প্রতি সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, ‘ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিয়ে বাবা সাহেব আম্বেদকরের পিঠে ছুরি মেরেছে কংগ্রেস। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক-সহ একাধিক রাজ্যে নিজেদের শাসনকালে মুসলিমদের ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেয় তারা। যদিও বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ভারতে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ থাকতে পারে না।’ যদিও কংগ্রেসের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরেই সংরক্ষণের বিরোধী আরএসএস ও বিজেপি। রাহুল গান্ধি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট যে ওঁরা সংবিধান বদল করতে চায়। এর মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে দলিত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি।

অবশ্য একই সঙ্গে কংগ্রেস জানায়, সংবিধান ও সংরক্ষণকে রক্ষা করতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে কংগ্রেস। কোনও শক্তি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। ভোট রাজনীতিতে এমন টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেই সংরক্ষণ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

গুজরাত এবং রাজস্থান থেকে বাজেয়াপ্ত ৩০০ কোটির মাদক

তিনটি কারখানা থেকে ধৃত ১৩

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: গুজরাত এবং রাজস্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৩০০ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করল গুজরাত পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস) এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো(এনসিবি)। গুজরাতে একটি এবং রাজস্থানে দু’টি মাদক কারখানারও হদিস পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

গোপন সূত্রে এটিএসের কাছে খবর আসে গুজরাতেরই একটি জায়গায় এক কারখানায় গোপনে মেফেড্রোন তৈরি করা হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে এটিএস এবং এসিবির একটি দল ওই কারখানায় তল্লাশি অভিযানে যায় শুক্রবার। ৫০ কেজি মেফেড্রোন এবং ১৪৯ কেজি তরল মেফেড্রোন এবং ২০০ লিটার অ্যাসিটোন উদ্ধার করে। যার বর্তমান বাজারদর প্রায় ৩০০ কোটি। ওই কারখানা থেকে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের জেরা করে গান্ধিনগর এবং আমরেলী থেকেও মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এটিএস সূত্রে খবর, গুজরাতের পর রাজস্থানেও দু’টি মাদক কারখানার হদিস পাওয়া যায়। ওই রাজ্যের জালোর এবং যোধপুরে কারখানাগুলির সন্ধান পান তদন্তকারীরা। দুই রাজ্য থেকে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কত দূর এই চক্রের জাল বিস্তৃত ধৃতদের জেরা করে তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, রবিবারই গুজরাত উপকূল থেকে ৯০ কেজি মাদক-সহ ১৪ জন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছ থেকে পাক নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রবল বৃষ্টির মাঝেই টর্নেডোর কবলে চিন

প্রাণ গেল অন্তত ৫ জনের

বেজিং, ২৮ এপ্রিল: একা বৃষ্টিতে রক্ষা নেই দোসর ভয়ংকর টর্নেডো। এমনই পরিস্থিতির সাক্ষী হল চিন। সেদেশের গুয়াংঝাউ শহরে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হল ঝড়ের প্রকোপে। আহত ৩৩। গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে অন্তত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে গুয়াংডন প্রদেশে। তার মধ্যেই এবার টর্নেডোর দাপটও দেখল বেজিং।

প্রায় ২ কোটি মানুষের বাস গুয়াংঝাউ শহরে। সেখানেই শনিবার হানা দিল টর্নেডো। ঝড়ের দাপটে বিপর্যস্ত জনজীবন। ১৪১টি কারখানা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনও বসতবাড়ির ক্ষয়ক্ষতির কথা অবশ্য জানা যায়নি। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। আহত ৩৩। জানা গিয়েছে, ঝড়ের বেগ সবচেয়ে বেশি ছিল সেকেন্ডে ২০.৬ মিটার। দ্রুত উদ্ধারকার্য শুরু হয়। তবে স্থানীয় সময় রাত দশটার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে খবর। চিনে টর্নেডোর মতো ঝড় আমেরিকার মতো ঘন ঘন না দেখা দিলেও তা খুব বিরল নয়। ২০১৫ সালের একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে দাবি করা হয় প্রতি বছর কমবেশি ১০০টি টর্নেডো হয় চিনে। ১৯৬১ সাল থেকে ধরলে পরবর্তী ৫০ বছরে ১৭৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ধরনের বিপর্যয়ে।

গত কয়েক দিনে ধরে দক্ষিণ চিনে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি, দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছে হাজার হাজার মানুষের। তবে সেই সঙ্গেই জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালানোর ফলে অনেককেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৪ জন মানুষ মারা গিয়েছে বৃষ্টির কারণে। এমাসের শেষপর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

সমকামী সম্পর্ক নিয়ে নতুন আইন পাশ ইরাকে

কারাদণ্ডের পাশে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের জেল

বাগদাদ, ২৮ এপ্রিল: সমকামী সম্পর্কে জড়ালে হবে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের সাজা। এমনই এক আইন পাশ হয়ে গেল ইরাকের পার্লামেন্টে। সরকারের দাবি, ধর্মীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই নয়া আইন আনা হল। এদিকে আইনটি পাশ হতেই শুরু হয়েছে কড়া সমালোচনাও। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে ৬০টিরও বেশি দেশে নিষিদ্ধ সমকামী সম্পর্ক।

আগে প্রস্তাব আনা হয়েছিল, সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলো ও আমেরিকার বিরোধিতায় সর্বোচ্চ সাজা ১৫ বছরের কারাবাসই রাখা হয়েছে। কেবলই সমকামী সম্পর্ক নয়, আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে রূপান্তরকামীদের জন্যও। বলা হয়েছে, লিঙ্গ বদলকারী কিংবা ‘নারীদের বেশ ধারণকারী’দের এক থেকে তিন বছরের কারাবাস বা ৭৭০০ ইউরো (ভারতীয় অঙ্কে প্রায় ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকারও বেশি) জরিমানা হবে।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, ইরাকের সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া সমকামিতা থেকে রক্ষা করতেই এই আইন আনা হয়েছে। সমকামিতা ও দেহব্যবসা রুখতে আনা এই আইনে জানানো হয়েছে, কেউ সমকামী সম্পর্কে জড়ালে সর্বোচ্চ ১৫ ও সর্বনিম্ন ১০ বছরের সাজা হবে তাঁর। সমকামিতা কিংবা দেহ ব্যবসার প্রচার করলে কমপক্ষে ৭ বছরের জন্য যেতে হবে কারাগারে।

এতদিন পর্যন্ত ইরাকের আইনে সমকামিতাকে অপরাধ বলা হয়নি। কেবলমাত্র দণ্ডবিধির উল্লেখে অল্প করে নৈতিকতার দিকটি আনা হয়েছিল। সেটাকেই ‘অস্ত্র’ করে এলজিবিটি মানুষদের আক্রমণ করত সশস্ত্র দলগুলো। এবার সমকামিতাকে অপরাধ ঘোষণা করে শাস্তির বিধান দিল নয়া আইন।

পোষ্যের মৃত্যুশোকে আত্মঘাতী নাবালিকা!

চণ্ডীগড়, ২৮ এপ্রিল: প্রিয় পোষ্যের মৃত্যু যে চরম শোকের, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা! চাঞ্চল্যকর এমনই ঘটনা ঘটল হরিয়ানায়। প্রিয় কুকুরের শোকে বিহ্বল হয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিল ১২ বছরের নাবালিকা।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছিল বাড়ির পোষ্য কুকুর ছানার। এই ঘটনার শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি ১২ বছরের ওই নাবালিকা। যার জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। নাবালিকার পরিবারের বক্তব্য তুলে ধরে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, কুকুরের মৃত্যুতে বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে ছিল মেয়েটি। তবে সে যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা ভাবতে পারেনি কেউ।

এদিকে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত ৩ মাস ধরে একটি কুকুরের বাচ্চা বাড়িতে এনে পুষছিল মেয়েটি। কিন্তু দিন পাঁচেক আগে কোনও ভাবে মৃত্যু হয় কুকুরটির। প্রিয় কুকুর ছানার মৃত্যুর পর থেকে শোকে বিহ্বল ছিল মেয়েটি। এমনকী খাওয়াদাওয়াও বন্ধ করে দেয়। পরিবারের তরফে মেয়েটিকে বোঝানোর পাশাপাশি নানা ভাবে তার মন ভালো করার চেষ্টা করা হয়। তবে কোনও কিছুই কাজে আসেনি।

পরিবারের দাবি অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যায় মেয়েটির মা ও বোন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে আত্মহত্যা করে ওই নাবালিকা। মেয়েটির মায়ের দাবি, ‘কুকুরটিকে ভীষণ ভালোবাসত আমার মেয়ে। শনিবার বাজারে সবজি কিনতে যাওয়ার পর প্রতিবেশী আমায় ফোন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসার কথা বলে। বাড়ি ফিরে দেখি মেয়ে আমার আত্মহত্যা করেছে।’ পোষ্যশোকে বাড়ির মেয়ের এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারছে না পরিবারের কেউই। এদিকে, শুধুই পোষ্যশোক না কি এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অশ্লীল ভিডিও ফাঁস হতেই দেশ ছাড়লেন দেবেগৌড়ার নাতি

বেঙ্গালুরু, ২৮ এপ্রিল: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি তথা জেডিএস সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্নার অশ্লীল ভিডিও ফাঁস! অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করে কর্নাটক সরকার। এর পরই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল রেবন্নার বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে কর্নাটকে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুতে রীতিমতো চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

গত ২৬ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার দিনদুয়েক আগে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় প্রজ্জ্বল রেভান্নার অশ্লীল ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, এক মহিলাকে রীতিমতো যৌন নির্যাতন করছেন জেডিএস সাংসদ। এবং সেই মুহূর্তের ভিডিও করা হচ্ছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ওই ভিডিওর

তদন্তের দাবিতে সরব হয় রাজ্য মহিলা কমিশন। আবেদন জানানো হয়, সিট গঠন করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করুক সিদ্দারামাইয়া সরকার। মহিলা কমিশনের আবেদনের ভিত্তিতে সরকার সিট গঠন করতেই জানা যায়, রেভান্না বেঙ্গালুরু ছেড়ে জার্মানি চলে গিয়েছেন। ভোটের আগে এই ঘটনায় রীতিমতো চাপে পড়েছে জেডিএস। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলের তরফে সকাল ১১টা নাগাদ জরুরি বৈঠকও ডাকা হয়। এদিকে এই ঘটনায় জেডিএস ও বিজেপি দুই দলের তরফেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যদিও এই ভিডিওকে ‘ভুয়ো’ বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্না। পাশাপাশি জেডিএসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, রেভান্নার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পরিকল্পিতভাবে এই ভিডিওতে ডিপ ফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেভান্নার মুখ ব্যবহার করা হয়েছে। নবীন গৌড়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে জেডিএসের দাবি, নবীন লোকসভা ভোটের আগে দলকে বদনাম করতে পেনড্রাইভ, সিডি, হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়েছেন। এবং জেডিএসকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। এহেন টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেই প্রজ্জ্বল জার্মানি চলে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেই জেডিএস কংগ্রেসের হাত ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে জোট তৈরি করে।

এদিকে রেভান্নার অশ্লীল ভিডিওর ঘটনায় মুখ খুলেছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘প্রজ্জ্বল রেভান্নার অশ্লীল ভিডিও মামলায় বিশেষ তদন্ত দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। হাসান জেলায় অশ্লীল ভিডিওগুলি ঘুরছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন মহিলা। যার ভিত্তিতেই মহিলা কমিশনের তরফে সরকারের কাছে সিট গঠন করে তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে সরকার।’

দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছাড়লেন অরবিন্দর সিং লাভলি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই বড় ধাক্কা। কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়লেন অরবিন্দর সিং লাভলি। দিল্লিতে আম আদমি পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাধার কারণেই ক্ষোভে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

অরবিন্দর সিং লাভলি দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা। মাঝখানে ২০১৭ নাগাদ একবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন কংগ্রেসে। আম আদমি পার্টির প্রবল বিরোধী হিসাবে পরিচিত লাভলি। লোকসভা ভোটের মুখে লাভলির পদত্যাগে দিল্লি কংগ্রেসে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে। ইস্তফা পত্রের পাশাপাশি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে লেখা চিঠিতে আপের সঙ্গে জোট নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

রবিবার সকালেই অরবিন্দর সিং লাভলি জানান তিনি কংগ্রেসের দিল্লি শাখার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে দিল্লির কংগ্রেস কর্মীদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেননি তিনি। তাই দলের সভাপতির পদে থাকার আর কোনও কারণ দেখছেন না তিনি। খাড়গেকে লেখা চিঠিতে লাভলি সাফ বলছেন, ‘যে দলটার জন্মই হয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভুয়ো, মনগড়া অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে জোটে আপত্তি ছিল গোটা দিল্লি কংগ্রেস ইউনিটের। কিন্তু সেটা সত্ত্বেও দিল্লিতে আপের সঙ্গে জোট করা হল।’ দলের প্রদেশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লাভলি চিঠিতে বলেছেন, ‘এখন আমার কোনও কথাই গুরুত্ব পায় না। এমনকী দলের ব্লক সভাপতিদের নিয়োগেরও অনুমতি দেওয়া হয় না।’ কংগ্রেস নেতার আরও অভিযোগ, তাঁকে কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কংগ্রেস প্রধান হিসাবে তাঁর নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্ত দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বাতিল বা খারিজ করে দিতেন। কংগ্রেসের দিল্লি ইউনিটে কাউকে নিয়োগ করতেও দেওয়া হয়নি।

গুজরাত উপকূল থেকে ৬০২ কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত

ধৃত ১৪ পাকিস্তানি

আমদাবাদ, ২৮ এপ্রিল: শুক্রবারের পর রবিবার। এ বার গুজরাত উপকূল থেকে ৬০২ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করল রাজ্য পুলিশের এটিএস এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। তদন্তকারী সংস্থা দু’টি জানিয়েছে, গোপন সূত্রে তারা খবর পেয়েছিল গুজরাত উপকূল দিয়ে সমুদ্রপথে বিপুল পরিমাণ মাদক ঢুকছে। সেই খবর পেয়ে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এটিএস এবং এনসিবি।

রবিবার সকাল থেকেই নজরদারি চালাচ্ছিল উপকূলরক্ষী বাহিনী। হাজির ছিলেন এটিএস এবং এনসিবির আধিকারিকরাও। আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে সন্দেহভাজন একটি নৌকো গুজরাতে ঢুকে পড়ে। উপকূলরক্ষী বাহিনী সেটিকে আটকানোর চেষ্টা করতেই নৌকোটি পালাতে শুরু করে। উপকূলরক্ষী বাহিনী নৌকোর পিছনে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। নৌকো সওয়ারিদের গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, নৌকোয় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক। এটিএস জানিয়েছে, নৌকোটিকে তাড়া করতেই সওয়ারিরা গুলি চালান। এর পরেই নৌকোটিকে আটক করা হয়।

ধসের কবলে জম্মু ও কাশ্মীরের রামবাণ, বসে যাচ্ছে বাড়ি

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল: ভয়ংকর বিপদের ছায়া জম্মু ও কাশ্মীরের রামবাণে। ধসে যাচ্ছে বহু বাড়ি। পথঘাট, দেওয়ালে দীর্ঘ ও গভীর ফাটল। ইতিমধ্যেই শতাধিক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পর গত বৃহস্পতিবার থেকেই ফাটল দেখা দিয়েছিল। গত তিনদিন ধরে সেখানকার পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

রামবাণ শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পেরনট গ্রামে গত বৃহস্পতিবার আচমকাই ধস নামে। দেখা যায়, মাটিতে বসে যাচ্ছে বহু বাড়ি। এখনও পর্যন্ত ৬০টি বাড়ির ক্ষতি হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। যার মধ্যে অর্ধেক বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ধসের কবলে পড়ে। আক্রান্ত গ্রামবাসীদের পঞ্চায়েত ঘর ও অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সব স্থানে চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধপত্র এবং খাদ্য মজুত করা হয়েছে। পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন। ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এলাকায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জলের পাইপলাইনও। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ।

রামবাণের প্রশাসনের তরফে বরুণজিৎ চড়ক বলেছেন, ‘প্রায় ৫০-৫৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সব বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। কিছু বাড়ির ক্ষতি আংশিক। পরিবারগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো উপস্থিত হয়েছে উদ্ধারকার্যে হাত লাগাতে।’ সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করে সেখানে দুর্গতদের রাখার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে সেই তাঁবুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পর সকলকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। কিন্তু কেন এই গ্রামেই এভাবে ধস নামল? বরুণজিৎ বলছেন, ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞদের কাছে বিষয়টি অনুধাবন করার আর্জি জানানো হয়েছে।

আইএসএলের ফাইনালে মোহনবাগান

লিগ-শিল্ড জয়ী সবুজ-মেরুন এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের ফাইনালে উঠে গেল মোহনবাগান। রবিবার ঘরের মাঠে ওড়িশাকে ২-০ গোলে হারিয়ে দিল তারা। জেসন কামিংস এবং সাহাল আব্দুল সামাদ গোল করলেন। দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-২ জিতে ফাইনালে উঠে গেল মোহনবাগান। প্রথম পর্বে তারা হেরেছিল ১-২ গোলে। লিগ-শিল্ড আগেই জিতেছিল সবুজ-মেরুন। এ বার ফাইনাল জিতে 'ডাবল' করার সুযোগ তাদের সামনে।

গোটা ম্যাচে দুই দলেরই আগ্রাসী ফুটবল দেখা গিয়েছে। তবে ঘরের মাঠে ৬৬ হাজার দর্শকের সামনে প্রাধান্য বেশি ছিল মোহনবাগানেরই। দিমিত্রি পেত্রাতোসের পাশাপাশি কামিংসকে প্রথম একাদশে রেখে ছিলেন মোহনবাগানের কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। কামিংস গোল করে আস্থার দাম রেখেছেন। চোট সারিয়ে দীর্ঘ দিন পরে নেমে গোল করেছেন সাহালও। তবে জিতলেও মোহনবাগান যে হারে সুযোগ নষ্ট করেছে তা চাপে রাখবে কোচ হাবাসকে। সব ঠিক থাকলে এই ম্যাচে আরও বেশি ব্যবধানে জেতার কথা ছিল সবুজ-মেরুনের।

ওড়িশার বিরুদ্ধে নামার আগে মোহনবাগান জানত তাদের এই ম্যাচে অন্তত দু'গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। খেলাটাও সে ভাবেই শুরু করে তারা। প্রথম চার মিনিটেই তিন বার ওড়িশার বক্সে হানা দেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। প্রথম মিনিটেই ওড়িশার বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। শট মেরেছিলেন কামিংস। কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দেন, আগেই হ্যান্ডবল হয়েছে কামিংসের।

এর পর ওড়িশা ধীরে ধীরে খেলায় ছন্দে ফিরতে থাকে। ১১ মিনিটের মাথায় অমরিন্দর সিংহের গোলকিক পৌঁছয় রয় কৃষ্ণের কাছে। তিনি মোহনবাগান ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে পাস দেন ইসাককে। কিন্তু আনোয়ার আলির সৌজন্যে সে যাত্রায় বেঁচে যায় মোহনবাগান। এর পর জনি কাউকোকে খারাপ ফাউল করলেও রেফারি কার্ড দেখাননি জেরিকে। ২২ মিনিটে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। বক্সের বাইরে বাঁ দিক থেকে শট নিয়েছিলেন পেত্রাতোস। সেই শট বাঁচিয়ে দিলেও বার করে দিতে পারেননি অমরিন্দর। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কামিংস। তিনি ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন। তিন মিনিট পরেই ওড়িশা গোলের সুযোগ পায়। ডান দিকে বল কৃষ্ণ ঢুকে পড়েন মোহনবাগানের বক্সে। পাস দেন দিয়েগো মৌরিসিয়োকে। তবে ব্রাজিলের ফুটবলার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ৩৮ মিনিটের মাথায় একটি সুযোগ আসে লিস্টন কোলাসোর কাছে। আনোয়ার নিজের অর্ধ থেকে পাস দেন কামিংসকে। তিনি পাস দেন বাঁ দিকে থাকা লিস্টনকে। লিস্টন কঠিন কোণ থেকে গোলে শট নিয়েছিলেন। তা বাঁচিয়ে দেন অমরিন্দর। বিরতির এক মিনিট আগে অল্পের জন্য গোল খাওয়া থেকে বেঁচে যায় মোহনবাগান। শুভাশিসকে পিছনে ফেলে বক্সে বল ভাসিয়েছিলেন কৃষ্ণ। সেই বল এসেছিল ইসাকের কাছে। তাঁর হেড প্রায় গোললাইন থেকে বাঁচিয়ে দেন হেক্টর ইয়ুস্তে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আচমকাই খেলায় ঝাঁজ বাড়িয়ে দেয় ওড়িশা। সেই সময় বেশ চাপের মুখে পড়ে মোহনবাগান। একের পর এক আক্রমণ ধেয়ে আসছিল মোহনবাগানের বক্সে। তার মাঝেই একটি সুযোগ পায় মোহনবাগান। ডান দিকে একটি বল পেয়েছিলেন মনবীর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজনই ডিফেন্ডার। অনায়াসে বাঁ দিকে ফাঁকায় থাকা কামিংসকে পাস দিতে পারতেন। তা না করে একাই শট মারতে যান, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মোহনবাগান নির্ধারিত সময়ের শেষের দিকে আরও দু'টি সুযোগ পায়। পেত্রাতোসের কর্নার থেকে ভাল হেড করেন হেক্টর। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনও মতে তা বাঁচিয়ে দেন ওড়িশার গোলকিপার। ৮৫ মিনিটের মাথায় ডান দিকে বল পেয়েছিলেন মনবীর। সাহালের সঙ্গে দ্রুত পাস খেলে নেন। এর পর কামিংসকে পাস দেন। কামিংসের থেকে ভাল জায়গায় বল পান জনি কাউকো। তবে তাঁর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

এক সময় মনে হচ্ছিল খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। কিন্তু শেষ দিকে যে চিত্রনাট্য বদলে যাবে তা কেউ জানতেন না। বাঁ দিক থেকে মনবীর বল নিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বক্সে পাস দেন। তা এগিয়ে এসে অমরিন্দর ধরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বল হাতে শরীরে লেগে উঠে যায়। সামনেই ছিলেন সাহালের। তাঁর মাথায় লেগে বল গোলে ঢোকে।

রেফারি গোলের বাঁশি বাজানোর পর প্রতিবাদ করেন অমরিন্দর। তাঁর দাবি ছিল, বল সাহালের হাতে লেগেছে। তবে রেফারি কর্ণপাত করেননি। পরে রিপ্লে-তেও বার বার দেখা যায় বল সাহালের মাথায় লেগেছে।

জ্যাকসের শতকে জিতল বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়ের জন্য ১৬তম ওভারের শেষ বলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দরকার ছিল ১ রান। সেঞ্চুরি পেতে উইল জ্যাকসের দরকার ৬ রান। গুজরাট টাইটানসের স্পিনার রশিদ খানের করা শেষ বলে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি তুলে নেন জ্যাকস। তাতে ২৪ বল হাতে রেখে গুজরাটের ৩ উইকেটে ২০০ রানের সংগ্রহ টপকে ৯ উইকেটের দারুণ জয়ও পেয়েছে বেঙ্গালুরু। এবার আইপিএলে এটি বেঙ্গালুরুর তৃতীয় জয়। তবে ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে কোহলি-ডু প্লেসিরা।

রান তাড়ার মঞ্চটা 'পাওয়ার প্লে'তেই গড়ে দেন বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার ফাফ ডু প্লেসি ও বিরাট কোহলি। ডু প্লেসি ১২ বলে ২৪ রান করে আউট হলেও পাওয়ার প্লেতে ৬৩ রান পেয়ে যায় বেঙ্গালুরু। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকায়নি কোহলি-জ্যাকস জুটিকে। তিনে নেমে জ্যাকস খেলেছেন তাঁর সহজাত গতিতে। আর কোহলি রান তাড়ায় যা করেন, ঠিক তাই করলেন। দুজন মিলে গড়েন ৭৪ বলে ১৬৬ রানের জুটি। কোহলি অপরাজিত ছিলেন ৪৪ বলে ৭০ রানে। তাঁর ১৫৯ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। জ্যাকস ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন ৪১ বল খেলে। ৫টি চার ও ১০ টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে, স্ট্রাইকরেট ২৪৩।

আগে ব্যাট করা গুজরাটের ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। 'পাওয়ার প্লে'তেই দুই ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহা ও শুবমান গিল আউট, দলীয় রান উঠেছে ৪২। তখন মনে হয়েছে, আজ বুঝি রান গত কয়েক দিনের মতো দুই শ ছাড়াবে না। কিন্তু আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের সুবিধা কাজে লাগিয়ে গুজরাটের রানটা আরও একবার দুই শ টপকে যায়। দারুণ ছন্দে থাকা সাই সুদর্শন তিনে নেমে ক্রিজে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে খেলেছেন ৪৯ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৮টি চার ও ৪টি ছক্কা ছিল তাঁর ১৭১ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসে।

সুদর্শনের চেয়ে দ্রুত রান তুলেছেন শাহরুখ খান। ৩০ বলে ৩টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৫৮ রান করেছেন এই দীর্ঘদেহী ব্যাটসম্যান, স্ট্রাইকরেট ১৯৩। ১০ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে সপ্তম গুজরাট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

গুজরাট টাইটানস ২০ ওভারে ২০০/৩ (সুদর্শন ৮৪*, শাহরুখ ৫৮, মিলার ২৬*; স্বপ্নীল ১/২৩, সিরাজ ১/৩৪, ম্যাক্সওয়েল ১/২৮)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৬ ওভারে ২০৬/১ (জ্যাকস ১০০*, কোহলি ৭০*, ডু প্লেসি ২৪; কিশোর ১/৩০, ওমরজাই ০/১৮, নুর ০/৪৩)।

ফল বেঙ্গালুরু ৯ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা উইল জ্যাকস (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)

২ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া রুতুরাজের, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে চেন্নাই তুলল ২১২ রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে চেন্নাই সুপার কিংস ২১২ রান তুলল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ব্যাটে ভর করে বড় রান তুলল চেন্নাই। হায়দরাবাদের সামনে লক্ষ্য ২১৩ রানের।

টস জিতে চেন্নাইকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন হায়দরাবাদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি চেন্নাইয়ের। ঘরের মাঠে ২১২ রান তুলল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দল। তবে হায়দরাবাদের ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলে চেন্নাইয়ের দেওয়া লক্ষ্য যে ধরাছোঁয়ার বাইরে, তেমনটা বলা যাবে না।

রবিবার চেন্নাইয়ের হয়ে ওপেন করতে নেমেছিলেন অজিঙ্ক রাহানে এবং রুতুরাজ গায়কোয়াড়। কিন্তু ১২ বলে মাত্র ৯ রান করে আউট হয়ে যান রাহানে। সেখান থেকে দলের ইনিংস গড়তে শুরু করেন রুতুরাজ এবং ড্যারিল মিচেল। তাঁরা ১০৭ রানের জুটি গড়েন। রাচিন রবীন্দ্রকে বসিয়ে এই ম্যাচে মিচেলকে খেলায় চেন্নাই। তিনি ৩২ বলে ৫২ রান করেন। কিউই ক্রিকেটার বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিলেন। এ বার আইপিএলেও নিজের ফর্ম দেখাচ্ছেন।

রুতুরাজ ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই দলে জায়গাও করে

নিতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যেই ৯ ম্যাচে ৪৪৭ রান করে ফেলেছেন রুতুরাজ। ভারতীয় দলে ওপেনার হিসাবে নিজের জায়গা পাকা করার লড়াইয়ে থাকবেন চেন্নাই অধিনায়ক। কিন্তু রবিবার মাত্র ২ রানের জন্য শতরান করতে পারলেন না তিনি। ৯৮ রান করে আউট হয়ে যান। ইনিংসে তখনও আর ৪ বল বাকি।

কিন্তু রুতুরাজ আউট হতেই চেন্নাই সমর্থকেরা চিৎকার শুরু করেন। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি নামছেন যে। তিনি নামলেন। প্রথম বলেই ক্যাচ তুললেন। কিন্তু অভিষেক শর্মা সেই বল ধরার জন্য এগিয়েও যেন থমকে গেলেন। বলের কাছে পৌঁছতে পারলেন না। চার হয়ে যায়। পরের বলে সিঙ্গল নেন ধোনি। বাকি কাজটা করেন শিবম দুবে। ছক্কা হাঁকান তিনি। ২০ বলে ৩৯ রান করেন দুবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার দলে ঢোকার চেষ্টায় তিনিও।

মহিলা আম্পায়ার থাকায় ক্ষুব্ধ মুশফিকুর, তামিম, খেলা বন্ধ ১৫ মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের ঘরোয়া লিগের একটি ম্যাচে দেখা দিল বিতর্ক। সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডে সেই ম্যাচে মহিলা আম্পায়ারকে নিয়োগ করায় বেঁকে বসেছিলেন মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবালেরা। যার জেরে ১৫ মিনিট বন্ধ থাকল ম্যাচে। পরে অবশ্য সেই ম্যাচ হয়েছে।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে গত ২৫ এপ্রিল প্রাইম ব্যাঙ্ক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ ছিল। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই ম্যাচে এক মহিলা আম্পায়ার নিয়োগ করা হয়েছে জানতে পেরে অনেক ক্রিকেটার বেঁকে বসেন। তার মধ্যে বাংলাদেসের প্রাক্তন অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহরা ছিলেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে রবিবার। ঘটনার কথা জানতে পেরে ক্রিকেটারদের সমালোচনা করেছেন সমর্থকেরা। এই প্রতিযোগিতায় আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম)। বাংলাদেশ বোর্ডের আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেকার আহমেদ মিঠু সে দেশের সংবাদপত্র 'ডেইলি স্টার'-এ বলেছেন, তবাংলাদেশ বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্রিকেটারেরা অখুশি ছিল। কিন্তু আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। ওরা সিসিডিএমে অভিযোগ করেছে।দ তিনি আরও বলেছেন, তক্রিকেটারদের থেকেও বেশি আপত্তি তোলেন কর্তারা। কিন্তু ম্যাচ চালিয়ে যেতেই হত।

দুই ক্লাব অবশ্য মহিলা আম্পায়ারের অধীনে না খেলার কথা অস্বীকার করেছে। তাঁদের দাবি, ওই আম্পায়ারের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। প্রাইম ব্যাঙ্ক দলের ম্যানেজার শিকদার আবুল কাশেম বলেছেন, তআমরা জানতাম না এই ম্যাচের জন্য মহিলা আম্পায়ার দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মহিলা আম্পায়ারদের সে ভাবে অভিজ্ঞতা। তবে আমরা অভিযোগ করিনি। আমরা চাই ডিপিএলের ম্যাচে নিয়মিত আম্পায়ারিং করা আম্পায়ারদের এ ধরনের বড় ম্যাচে দেওয়া হোক।

এখানেই বিতর্ক থামেনি। ম্যাচে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েও বিতর্ক হয়। মুশফিকুর আউট হওয়ার পর রিপ্লে-তে দেখা যায়, তাঁর ক্যাচ যিনি ধরেছেন সেই আবু হায়দারের পা বাউন্ডারির দড়িতে লেগে গিয়েছিল। তবে এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় আম্পায়ার না থাকায় মাঠের আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। প্রাইম ব্যাঙ্কের ক্রিকেটারেরা অবশ্য খুশি হননি। তাঁরা ম্যাচের পর বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলাননি।

যাঁকে নিয়ে বিতর্ক, সেই মহিলা আম্পায়ার জেসি বলেছেন, তএকটি আউট নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমার আম্পায়ারিং নিয়ে বিতর্ক হয়নি এটা ভেবেই খুশি। দুটো দলই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

আবার জোড়া গোল মেসির, মায়ামির পর এবার শীর্ষে তুললেন নিজেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসির গোলের ধারা চলছেই। আগের ম্যাচে ন্যাশভিলের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন। ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে আজ নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে আবার জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে ৪-১ ব্যবধানের জয় এনে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক।

নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোলে এবারের এমএলএসে নিজের গোলটালিটা ৯-এ নিয়ে গেছেন মেসি। এই গোল তিনি করেছেন ৭ ম্যাচ খেলে। নিজের খেলা ৭ ম্যাচের ৬টিতেই গোল পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে জোড়া গোল করেছেন তিন ম্যাচে।

আজকের জোড়া গোলে রিয়েল সল্ট লেকের কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ান আরাঙ্গোকে (৮) ছাড়িয়ে এবারের এমএলএসের গোলদাতার তালিকার শীর্ষে উঠে গেছেন মেসি। আগের ম্যাচে ন্যাশভিলের বিপক্ষে জোড়া গোল করে মায়ামিকে উঠিয়েছিলেন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে।

নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানটা আরও সুসংহত করেছে ইন্টার মায়ামি। ১১ ম্যাচে ৬টি জয় ও ৩ ড্রয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে তারা। দুই কনফারেন্স মিলিয়েও একই অবস্থানে মেসির দল। দ্বিতীয় স্থানে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির পয়েন্টও ১১ ম্যাচে সমান ২১। তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার কারণে পয়েন্ট তালিকায় তাদের

অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। ইন্টার মায়ামির গোল ব্যবধান ১০, গ্যালাক্সির ৬।

জিলেট স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ইন্টার মায়ামির পক্ষে ছিল না। প্রায় ৬৬ হাজার দর্শকের সামনে স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড ম্যাচের ৪০ সেকেন্ডেই এগিয়ে যায়। ওই এগিয়ে যাওয়াই যেন কাল হয়েছে নিউ ইংল্যান্ডের! ৪০ সেকেন্ডে পিছিয়ে পড়ে মেসির হয়তো মনে পড়ে যায়-তিনি তো বিশ্বজয়ী!

নিউ ইংল্যান্ডের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ রচনা করে যান মেসি। তবে গোল পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় ৩২ মিনিট পর্যন্ত। রবার্ট টেলরের অ্যাসিস্টে অসাধারণ এক গোলে মায়ামিকে সমতায় ফেরান মেসি। ১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষ করে মায়ামি।

মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়া গোলটিও করেছেন মেসি। সের্হিও বুসকেতসের রক্ষণচেরা এক পাস থেকে আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসি গোলটি করেছেন ৬৭ মিনিটে। নামটা যখন মেসি, তিনি কি শুধু গোল করেই ক্ষান্ত থাকবেন, সতীর্থদের গোলে সহায়তা করবেন না! মায়ামির অন্য দুটি গোলেও জড়িয়ে আছে মেসির নাম। ৮৮ মিনিটে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে তাদের চতুর্থ গোল। লুইস সুয়ারেজের করা সেই গোলটি এসেছে মেসির দুর্দান্ত এক পাস থেকেই। এর আগে ৮৩ মিনিটে বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি যে গোলটি করেছেন, সেটিতেও জড়িয়ে আছে মেসির নাম। মেসির বাঁ পায়ের দুর্দান্ত শট নিউ ইংল্যান্ডের গোলকিপার সামনে পাঞ্চ করে দেন। বল চলে যায় বক্সের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা ক্রিমাশ্চির কাছে। সহজেই বল জালে জড়ান তিনি।

পন্ত, স্যামসন, কিষান, রাহুল, কার্তিক; বিশ্বকাপে কাকে ছেড়ে কাকে নেবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় থাকবেন কে? এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে একটি নাম বলার সুযোগ নেই। কারণ, এই একটি জায়গার জন্য লড়াইটা বেশ জমে উঠেছে। আর এ জায়গার দাবিদার মাত্র এক,দুজন নন, বেশ কয়েকজন। সবাই পারফর্ম করে চলেছেন দারুণভাবে।

লোকেশ রাহুল, সঞ্জু স্যামসন থেকে ঋষভ পন্ত;সবাই এবারের আইপিএলে পারফর্ম করছেন। নিজের শেষ আইপিএলে পারফর্ম করে আলোচনায় এসেছেন দীনেশ কার্তিকও। আইপিএলে খুব একটা ভালো করতে না পারলেও ঈশান কিষান ও জিতেশ শর্মাকেও ভুলে গেলে চলবে না। সব মিলিয়ে উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যান হিসেবে কে বা কারা বিশ্বকাপে যেতে পারেন, তা নিয়ে চলছে বিশদ আলোচনা।

আইপিএলে লোকেশ রাহুল ও সঞ্জু স্যামসনের মধ্যে নীরব একটা লড়াইও চলেছে বলা যায়। সে লড়াইয়ে লেটার মার্কস পেয়েছেন দুজনই। লক্ষ্ণৌর হয়ে রাজস্থানের বিপক্ষে ৪৮ বলে ৭৬ রান করেছেন রাহুল। এর জবাবে রাজস্থান অধিনায়ক স্যামসন ৩৩ বলে ৭১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন।

টুর্নামেন্টে স্যামসন, রাহুলরা নিয়মিতই এমন পারফর্ম করেছেন। পারফর্ম করছেন চোট থেকে এবারের আইপিএল দিয়ে মাঠে ফেরা পন্তও। মজার ব্যাপার, শীর্ষ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সবার ওপরে থাকা বিরাট কোহলির পরই নাম ভারতের এই তিন উইকেটকিপারের।

স্যামসন ৯ ম্যাচে রান করেছেন ৩৬৫, স্ট্রাইক রেট ১৬১, গড়াটাও দুর্দান্ত;৭৭। রাহুল সমান ম্যাচে রান করেছেন ৩৭৮, গড় ৪২, স্ট্রাইক রেট ১৪৪। পন্ত ১০ ম্যাচে রান করেছেন ৩৭১, পন্তের স্ট্রাইক রেট ১৬০.৬০, গড়টাও ভালো;৪৬.৩৭।

ফিনিশার হিসেবে কার্তিকও খেলছেন দুর্দান্ত। ৮ ইনিংসে রান করেছেন ২৬২, স্ট্রাইক রেট ১৯৫.৫২। যদিও বয়স বিবেচনায় হয়তো বাকি সবার চেয়ে পিছিয়ে যেতে পারেন ১ জুন বিশ্বকাপ শুরুর দিনে ৩৯ বছরে পা রাখতে চলা কার্তিক। ভারত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে আফগানিস্তানের

বিপক্ষে।

৩ ম্যাচের সেই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ভারতের হয়ে খেলেন জিতেশ। প্রথম ম্যাচে ২০ বলে ৩১ রান করা এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান দ্বিতীয় ম্যাচে কোনো রান না করেই আউট হয়েছেন। এরপর তৃতীয় ম্যাচে সুযোগ পান স্যামসন। তিনিও সেই ম্যাচে রান পাননি। অর্থাৎ জায়গাটা নিয়ে ভারতও পরীক্ষা,নিরীক্ষা করছিল।

জিতেশ আইপিএলে এসে ফর্ম হারিয়েছেন। ৮ ম্যাচে রান করেছেন ১২৮, গড় ১৬ আর স্ট্রাইক রেট ১২৫.৩৯। তবে ভারত তাঁর মধ্যে প্রতিভা দেখেছে বলেই তাঁকে বেশ কয়েকটি ম্যাচে সুযোগ দিয়েছে। তাই তাকে দ্রুতই হিসেবের বাইরে ফেলার সুযোগ নেই।

কিষান অনেক দিন ধরেই ভারতের টি,টোয়েন্টি দলে খেলছেন। ৩২টি ম্যাচ খেলে ২৫ গড় আর ১২৫ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৭৯৬ রান। সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি খুব একটা। সঙ্গে এবারের আইপিএলেও অনেকটা নিশ্চুপ তাঁর ব্যাট। ৯ ম্যাচে করেছেন ২১২ রান, গড় ২৩ তবে স্ট্রাইকরেট ভালো; ১৬৫.৬২।

সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান কে হচ্ছেন, সেদিকে নজর সবার। আবার এঁদের মধ্যে দুজনকে নিয়েও ভারত বিশ্বকাপে যেতে পারে। কারণ রাহুল, পন্ত কিংবা স্যামসনের সবারই শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলার যোগ্যতা আছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**